প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
১৭ - ২৩ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
নতুন বছরের প্রত্যাশা
আর্থিক শিক্ষা: জীবন পরিচালনার এক অপরিহার্য দক্ষতা
নব সাজে নব ভাব

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রকাশনার গৌরবময় ৮১ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

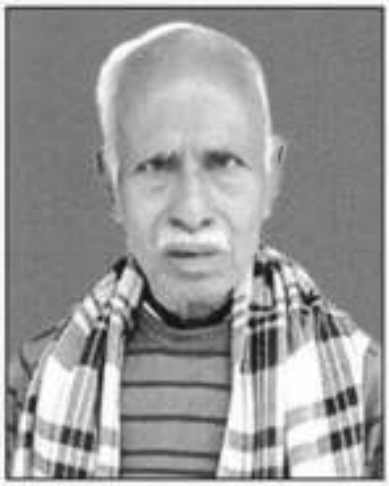

প্রয়াত পল কোড়াইয়া

জন্ম: ৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১০ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

"সে যে ছিল মোদের আপনজন
তারি তরে কাঁদে ব্যাকুল মন"

বছর ঘুরে ফিরে এলো দুঃখ ভারাক্রান্ত সেই দিন। এই দিনে আমরা তোমাকে হারিয়েছি চিরকালের মতো। তোমাকে হারিয়ে আজ আমরা নিঃস্ব রিক্ত। বড়ই অসহায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপন। আমরা বিশ্বাস করি, সকল দুঃখ ক্লেশ অতিক্রম করে এখন তুমি স্বর্গসুখ অতিবাহিত করছো।

আজ এই দিনে স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমার দেখানো পথে চলতে পারি।

পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাদের সকলের সহায় হোক।

স্ত্রী: শ্যামলা গমেজ
ছেলে: বেনজু ও মন্টো কোড়াইয়া
ছেলে বউ: লিউনী ও কবিতা কোড়াইয়া
মেয়ে: (প্রয়াত) জেনেট ও এলেট কোড়াইয়া
মেয়ে জামাই: মিন্টু ও শ্যামল রোজারিও
নাতি-নাতনী: বিপ্লব-অসীম, ব্রেইজ, বর্ণণ, বর্ণিতা, বর্ণিল, উৎসর্গ, জয়া-সেতু, জেরিন, জরীতা।
পুতি: অর্নিল মাইকেল কোড়াইয়া
ঠিকানা: দক্ষিণ ভাদার্তী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

শোকাহত পরিবারবর্গ

চির বিদায়ের নবম বর্ষ

দেখতে-দেখতে নয়টি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছো পরম পিতার অনন্তধামে। তোমার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান। তোমার আদর মাখানো কণ্ঠস্বর, তোমার মুখের অকৃত্রিম হাসি, তোমার অসীম স্নেহ-ভালবাসার অভাব আমরা অনুভব করছি প্রতিনিয়ত। স্বর্গধাম থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শ জীবনে ধারণ করে সুখী হতে পারি এবং অন্যদেরও সুখী করতে পারি।

তোমার স্নেহধন্য
পরিবারবর্গ
কোড়ায়ার বাড়ি, পুরান তুইতাল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

প্রয়াত ডানিয়েল কোড়ায়া
জন্ম: ২২ জানুয়ারি, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৯ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০১
■■■■■ ১৭ - ২৩ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■ ০৩ - ০৯ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

করোনা জয়ের প্রত্যয়ে শুরু হোক ২০২১ খ্রিস্টাব্দের পথ চলা

বিষাক্ত ২০২০ খ্রিস্টাব্দকে বিদায় জানিয়ে শুরু হলো ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। শুরু হলো আমাদের নতুন পথচলা। স্বাগত ২০২১। শুভ হোক, সুন্দর হোক ও সকলের জন্য মঙ্গল নিয়ে আসুক এ বছরটি। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের যে ছোবল তা কিন্তু এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তবে জানুয়ারিতেই টিকা পাচ্ছে বাংলাদেশ - এই শুভ সংবাদ নিয়ে শুরু করেছি নতুন বছর ২০২১। নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন নিয়ে যে যাত্রা শুরু হলো, সে পথযাত্রায় আমাদের কিন্তু পিছনে ফিরে তাকাতে হবেই। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ, কোটি-কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়ে অভিজ্ঞতা করেছে মৃত্যু যন্ত্রণা, অগণিত মানুষ হয়েছে কর্মহীন, দারিদ্রতা চেপে বসেছে পৃথিবীর অনেক দেশে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাহীন সময় কাটিয়েছে শিক্ষার্থীরা। অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব ও মৃত্যুভয়ে জড়সড় পড়েছিল মানবকূল। বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যুহার কম হলেও আক্রান্তের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। করোনায় মৃত্যু ভয় কমলেও দেশ এখনও ভীষণ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কেননা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে দিন-দিন। বেশিরভাগ জনগণই অসচেতনায় স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে চাচ্ছে। কিন্তু এখনো সেই স্বাভাবিক সময় আসেনি। আমাদের দরকার সচেতন থেকে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা।

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেই বছরজুড়ে আলোচনায় এসেছে ধর্ষণ-নিপীড়নের নানা ঘটনা। ধর্ষণের লাগাম টেনে ধরতে সরকার শাস্তি বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডের বিধান করলেও এই অপরাধের মাত্রা কমেছে বলে মনে হয় না। ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বেশকিছু স্থানে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা-ভাংচুর হয় ২০২০ খ্রিস্টাব্দে। করোনাকালে যখন মানুষ জীবন-জীবিকা নিয়ে বিপর্যস্ত তখনও কিছু মানুষ নিজেদের আখের ঘুচাতে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেনি। আইন-কানুন কঠিন করা ও তা মানার কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে-সাথে মানবিক মূল্যবোধ দৃঢ় করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে দৃঢ় না হলে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে না। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই সকল মহলে মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হোক। করোনাকালে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, নিজস্ব অর্থায়নে মেগাপ্রজেক্টগুলোর অগ্রগতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, করোনায় মৃত্যুহার রোধ এবং ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক জীবনের দিকে ধাবিত করার মতো মহৎ কাজগুলোও ঢাকা পড়ে যায় কিছু অনৈতিক কাজের কারণে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানবিক উন্নয়নেও যথার্থ জোর দিতে হবে। মানবিক উৎকর্ষতা হলেই আমরা একজন আরেকজনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো। করোনাভাইরাসকে জয় করতে হলে একসাথে পথ চলার বিকল্প নেই।

জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস নববর্ষের বাণীতে উল্লেখ করেন- ২০২০ খ্রিস্টাব্দটি ছিল পরীক্ষা, দুঃখজনক, ঘটনাবহুল এবং অশ্রুসিক্ত একটি বছর। তারপরও মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংগতি নতুন বছরে আশার আলো দেখাচ্ছে। আসুন, আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং প্রকৃতির সঙ্গে শান্তি স্থাপন, জলবায়ু সংকট মোকাবেলা, কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ এবং ২০২১ খ্রিস্টাব্দকে নিরাময়ের বছরে পরিণত করি। আর সে নিরাময় আনতে হলে আমাদের প্রত্যেকজনকে পরস্পরের যত্নের প্রতি আরো সচেতন ও আন্তরিক হতে হবে। ৫৪তম বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস যত্ন দানের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, শান্তির পথ হিসেবে যত্ন নেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। করোনা মহামারী আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, একে অন্যের যত্ন ও সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার মধ্যদিয়ে একটি ভ্রাতৃসমাজ গড়া কতো গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা সকলে ভাই-বোন; এই মূল্যবোধে দৃঢ় হয়ে সকলের জন্য করোনা ভ্যাকসিন প্রাপ্তির যে আশ্বাস সরকার প্রদান করেছেন তা বাস্তবায়িত হবে বলে বিশ্বাস করি। তবে তা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যতক্ষণ না সকলেই ভ্যাকসিন পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আসুন আমরা যথার্থভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে করোনা জয়ে এগিয়ে চলি।

৩ জানুয়ারী আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রাল গির্জায়। খ্রিস্টবাণী প্রচার ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপসহ বাংলাদেশ মণ্ডলী গঠনে তার অবদানের কথা স্মরণ করে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো অব্যাহত থাকুক। ঈশ্বর প্রয়াত আর্চবিশপ পলিনুস কস্তাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

খ্রিস্টীয় নতুন বছরে আমাদের সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রলো। ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হয়ে উঠুক করোনামুক্ত ॥ ✝

"স্বর্গ থেকে ধ্বনিত হলো, 'তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, আমি তোমাতে প্রসন্ন।" - মার্ক ১:১১

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

তুমিলিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯নং তেজকুনীপাড়া

তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

তারিখ : ১৩ জানুয়ারী ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা তুমিলিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৯ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সমিতির কার্যালয়ে সকাল ৯টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস্ চেয়ারম্যান, ১ জন সেক্রেটারি, ১ জন ম্যানেজার, ১ জন ট্রেজারার ও ৭ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সভার কর্মসূচী:

১। ভোট গ্রহণ সকাল ৯ টা হতে ৪ টা পর্যন্ত(বিরতিহীন) চলবে।

২। নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা ।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

তমাল গমেজ
চেয়ারম্যান
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

মিল্টন পিও কস্তা
সেক্রেটারি
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

প্রয়াত সামুয়েল সুরবেট গমেজ
জন্ম : ২৪ আগস্ট, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৭ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : বক্সনগর (বইলাবাড়ী)

চির বিদায়ের প্রথম বছর

"শান্তি, মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ চন্দ্রবেশে তুমি আছ"

প্রিয় পাপা,

আজ ১৭ জানুয়ারি দেখতে-দেখতে, একটি বছর হলো তুমি চলে গেছ পরম করুণাময় ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে পিতার গৃহে অনন্ত শান্তির রাজ্যে। প্রতিদিন প্রতিটা সময় আমরা তোমার শূণ্যতা ও ভালবাসা গভীরভাবে অনুভব করি। তুমি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তোমার আদর-ভালবাসা, শাসন, সবই আমাদের অন্তরে আছে। পাপা, আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গীয় পিতার গৃহেই আছো। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর পাপা, আমরা সবাই মিলে মিশে মাকে নিয়ে একসাথে থাকতে পারি। আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ফাদারদের, আমার পাপাকে দেখতে এসেছে খ্রিস্টপ্রসাদ দিয়েছে এবং যারা আমার পাপার জন্য প্রার্থনা করেছেন। পাপা, তুমি আছো, তুমি থাকবে আমাদের সবার স্মৃতিতে। আমরা তোমার আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করি।

"সংসারের মায়া ছেড়ে আমাদিকে গেল যে জন
শান্ত প্রভু, শান্ত তারে অনন্ত জীবন"

স্ত্রী: বৃজেট গমেজ
ছেলে ও ছেলের বউ: তাপস-চৈতী, রবি-তপতী
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: রুপা-রাজেন, তপুতী-নির্মল
নাতি ও নাতনীরা: হৈমন্তী, গোধূলী, এ্যালেক্স
প্রতীক, প্রিতম, প্রিয়া, সোনালী, প্রত্যয়া।

তোমারই
ভালবাসার

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৭ - ২৩ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৭ রবিবার

১ সামুয়েল ৩: ৩-১০, ১৯, সাম ৪০: ২, ৪, ৭-৮ক, ৮খ-৯, ১০, ১ করি ৬: ১৩-১৫, ১৭-২০, যোহন ১: ৩৫-৪২

১৮ সোমবার

হিব্রু ৫: ১-১০, সাম ১১০: ১-৪, মার্ক ২: ১৮-২২

১৯ মঙ্গলবার

হিব্রু ৬: ১০-২০, সাম ১১১: ১-২, ৪-৫, ৯, ১০গ, মার্ক ২: ২৩-২৮

২১ বৃহস্পতিবার

সাধ্বী আগ্নেস, কুমারী, সাক্ষ্যমর-এর স্মরণ দিবস

হিব্রু ৭: ২৫-- ৮: ৬, সাম ৪০: ৬-৯, ১৬, মার্ক ৩: ৭-১২

অথবা: **সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:**

প্রত্যাদেশ ৭: ৯-১৭, সাম ১০০: ১-৩, ৫, মথি ১০: ৩৪-৩৯

২২ শুক্রবার

হিব্রু ৮: ৬-১৩, সাম ৮৫: ৭, ৯-১৩, মার্ক ৩: ১৩-১৯

২৩ শনিবার

মা মারীয়া স্মরণে খ্রিস্টযাগ

হিব্রু ৯: ২-৩, ১১-১৪, সাম ৪৭: ২-৩, ৫-৮, মার্ক ৩: ২০-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৭ রবিবার

+ ১৯৩৮ ব্রাদার ভিতাল সিএসসি
+ ১৯৮১ সিস্টার এম. ওবার্ট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী পলিন এসএমআরএ (ঢাকা)

১৮ সোমবার

+ ১৯৪৬ সিস্টার এম. রুডলফ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ সিস্টার মেরী ফ্রান্সিস পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী ম্যাগডেলিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার সিলভানো গারেল্লো এসএক্স (ঢাকা)

১৯ মঙ্গলবার

+ ১৯৪৮ সিস্টার মেরী হেলেন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ব্রাদার লিওনার্দো স্কালেট এসএক্স (খুলনা)

২০ বুধবার

+ ২০০৪ ফাদার কমল আই. ডি'কস্তা (ঢাকা)
+ ২০১৯ সিস্টার আরতি সিসিলিয়া গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২১ বৃহস্পতিবার

+ ১৯৯৪ ফাদার জেমস সলোমন (ঢাকা)

২২ শুক্রবার

+ ১৯০৬ ফাদার পারিদে বেরতোলদি পিমে
+ ১৯৮১ সিস্টার তেরেজা মারি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৭ ফাদার ডমিনিকো বেল্লো এসএক্স (খুলনা)

২৩ শনিবার

+ ১৯৮৬ ফাদার লুইজ বিগোনি পিমে (দিনাজাপুর)

নতুন বছরের প্রত্যাশা

মরণঘাতী নিষ্ঠুর বীভৎস করোনাভাইরাসে সুন্দর পৃথিবী আজ একদম লণ্ডভণ্ড। শীতের প্রচণ্ডতায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ বিশ্বকে পুনরায় চেপে ধরেছে। প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ আর মৃত্যুবরণ করছে হাজার-হাজার মানুষ। বিশ্ববাসী আজ করোনার সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত। করোনা কিন্তু মানুষের সৃষ্ট নয় প্রকৃতিপ্রদত্ত। প্রতিটি মানুষ আজ শুধুমাত্র নিশ্বাস নিতে যুদ্ধ করছে। আজ বিশ্বমোড়লদের সকল ক্ষমতা, অস্ত্রের বাহাদুরী করোনার কাছে একদম পরাজিত। যদিও আজ করোনার ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু হয়েছে কিন্তু আরও কতো মানুষের প্রাণ কেড়ে নিবে অথবা কতকাল করোনা পৃথিবীতে থাকবে তা কেউ বলতে পারছে না। কিন্তু তারপরও মানুষের জীবন জীবিকা থেমে থাকার নয়। করোনার মরণছোবলে আক্রান্ত ভয়াল ২০২০ খ্রিস্টাব্দের সূর্যটা দুঃখ ভারাক্রান্ত মলিন বদনে অনেক প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যদিয়ে পৃথিবী হতে অস্ত গেল আর নতুন বছরের প্রথম সূর্য উদয় হলো করোনামুক্ত ও শান্তিময় বিশ্ব দেখার অনেক স্বপ্নময় প্রত্যাশা নিয়ে। নতুন বছর। নতুন স্বপ্ন এবং নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে একাগ্রতা নিয়ে। গত বছরের মরণঘাতী করোনার প্রতিরোধে বিজ্ঞানীরা দ্রুত ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছেন ও মানবদেহে প্রয়োগ আমাদের জন্য বড়ই সুখবর। আমরাও প্রত্যাশা করি ভ্যাকসিন আমাদের দেশে দ্রুততম সময়ে আসবে ও সুষ্ঠু প্রয়োগ হবে। আমাদের দেশসহ সারাবিশ্বে ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে করোনামুক্ত বিশ্ব হবে। আমাদের দেশ করোনার মধ্যেও উন্নয়নের গতি ধরে রেখেছে যা বিশ্বে আজ বড় আলোচিত। ইতিমধ্যে স্বপ্নের পদ্মাসেতুর শেষ স্প্যান বসানো সমাপ্ত। সেতু চালু করা এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার। অনেক স্বপ্নেভরা শুরু নতুন বর্ষে মুজিব শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর মহা সন্ধিক্ষণে সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার হোক নতুন বছরে এ আমাদের বড় প্রত্যাশা। বর্তমান সরকারের দৃঢ় ও সাহসী সময় উপযোগী বাস্তবমুখী নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন এগিয়ে চলছে বিরামহীনভাবে। উন্নয়নের চাকা ঘুরছে। উন্নয়নের বড় বাধা দুর্নীতি, তাই দুর্নীতিকে গলাটিপে শেষ করতেই হবে। নতুন বছরের সবার বড় প্রত্যাশা ভয়াল করোনা হতে মুক্তি পেতে দ্রুত আমাদের দেশে ভ্যাকসিন আসুক ও সুষ্ঠু বিলি-বণ্টণ ও সঠিক প্রয়োগ হোক এবং মানুষ বাঁচুক। ভ্যাকসিন নিয়ে যেন কোন কেলেঙ্কারী না হয় সেটা এখন বড় চ্যালেঞ্জ এবং সে চ্যালেঞ্জ সরকার দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করবে তা আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

আমাদের দেশের জনসাধারণ যেন শুধুমাত্র সুখে-শান্তিতে ডাল-ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে সেজন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রন, দুর্নীতি, জঙ্গীবাদ, ধর্ষণ, মাদকমুক্ত সুন্দর ও আলোকিত বাংলাদেশ দেখার প্রত্যাশা নতুন বছরে। ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের মুক্ত চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়ীক সোনার বাংলা গড়ার অগ্রযাত্রা এগিয়ে চলুক অদম্য ধারায় এ আমাদের প্রত্যাশা। অনেক অনেক নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে শুরু হলো নতুন বছর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। গত বছরের করোনার বীভৎসতা কেটে এবং সকল প্রকার হিংসা, লোভ-লালসা, অহংকার, স্বার্থপরতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে সুখ ও শান্তিময় বাংলাদেশ দেখার প্রত্যাশায় আছি। আমাদের সবার জীবনে নতুন বর্ষ নিয়ে আসুক নব কর্মপ্রেরণা, একতা, উন্নয়ন, শান্তি ও ভালোবাসা। শুভ নববর্ষ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ॥

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ
মনিপুরিপাড়া তেজগাঁও, ঢাকা

ফাদার শিশির ডমিনিক কোড়াইয়া

সাধারণকালের দ্বিতীয় রবিবার

প্রথম পাঠ : ১ সামুয়েল ৩: ৩-১০,১৯

দ্বিতীয় পাঠ : ১ করিন্থীয় ৬: ১৩-১৫, ১৭-২০

মঙ্গলসমাচার : যোহন ১: ৩৫-৪২

একদিন একজন লোক একজন উত্তম মেয়ের সন্ধান করছিল যাকে তিনি তার সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করবেন। তারপর তিনি একজন মেয়েকে পেলেন যিনি সুন্দর, দয়ালু, প্রেমময় এবং ধার্মিক। তবে সেই লোকটি তাকে পছন্দ করেনি কারণ লোকটির মতে, মেয়েটি অনেক বেশী ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন যার তুলনায় ধার্মিক নয়। তাই তিনি অন্য একজনের সন্ধান করা শুরু করেন। তিনি এমন একজন মেয়েকে পেলেন যিনি সুন্দর, দয়ালু, প্রেমময় এবং ধার্মিক। তবে এবারও এই মেয়েকে পছন্দ হল না কারণ লোকটির মতে, মেয়েটি অনেক বেশি ধার্মিক যার তুলনায় ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন নয়।

অবশেষে সেই লোকটি খুঁজে পেলেন একজন মেয়েকে। যিনি সুন্দর, দয়ালু, প্রেমময়, বুদ্ধিমান, বৈষয়িক বিষয়গুলোতে দক্ষ সাথে-সাথে খুবই ধার্মিক একজন মানুষ। তিনি ভেবেছিলেন এই মেয়েকেই তাঁর স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবেন- কারণ ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিকতার একটি নিখুঁত ভারসাম্য রয়েছে এই মেয়ের জীবনে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি সফল হননি কারণ সেই মেয়েও একজন উত্তম ছেলের সন্ধান করছিল যাকে তিনি স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন।

আজকের মঙ্গলসমাচারে দীক্ষগুরু যোহন তাঁর দুইজন শিষ্য আন্দ্রিয় ও যোহনকে যিশুর বিষয়ে বললেন, "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক"। গুরুর কথায় শিষ্য দুইজন নতুন আহ্বান পেলেন। তাঁরা গভীর আগ্রহে যিশুকে অনুসরণ করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন- "প্রভু আপনি কোথায় থাকেন?" যিশু উত্তর দিলেন "এসো দেখে যাও"। এটি একটি আবাসস্থল নয়, একটি সম্পর্কের জন্য, তাঁর জীবনের অংশ হওয়ার জন্য এটি একটি আমন্ত্রণ। সুতরাং তারা সারাটি দিন যিশুর সাথে ছিলেন। সেই সারাদিনের অভিজ্ঞতা তাদের এত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যার মধ্যদিয়ে তাদের মনোজগতের আমূল পরিবর্তন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আন্দ্রিয় তার ভাই শিমোনকে বলতে পেরেছিলেন, "আমরা মশীহের সন্ধান পেয়েছি"।

আজকের প্রথম পাঠে আমরা শুনেছি, সামুয়েলকে প্রভু ডাকছেন কিন্তু সামুয়েল তা বুঝতে পারছিলেন না, প্রভুর কণ্ঠস্বর চিনতে পারেনি। অবশেষে এলিয় তাকে সাহায্য করেছিলেন প্রভুর ডাক শুনতে এবং সেবক সামুয়েল বলতে পেরেছিলেন যে, "বলো প্রভু, এই তো তোমার সেবক শুনছে"। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদেরকে আহ্বান করেন, আমাদেরকে ডাকেন তাঁর কাজকে এগিয়ে নিতে বা তাঁর কাজ সম্পন্ন করতে। যুগে-যুগে সামুয়েলের ন্যায় তিনি অনেক মানুষকে ডেকেছেন এবং তাদের উপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আজও ডাকছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল কাকে ডাকছেন? আমাকে না তো! আমাকেই যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ডাকছেন তা- কি আমি আপনি উপলব্ধি করতে পারছি বা উপলব্ধি করার জন্য কারও সাহায্য কামনা করছি। না-কি এই ভোগবাদের পৃথিবীতে আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে আছি? আমরা সামুয়েলের মত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলতে পারব "বলো প্রভু, এই তো তোমার সেবক শুনছে"।

আজকের দ্বিতীয় পাঠ, করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র আমাদেরকে আহ্বান করে- আমরা যখন খ্রিস্টের ভক্ত হয়েছি , আমরা কিন্তু আমাদের দেহ-মন-আত্মা নিয়েই খ্রিস্টের ভক্ত হয়েছি। তাই আমাদের দেহগুলি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পবিত্র উপহার। আমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির এবং সত্যই প্রভুর সাথে মিলিত হয়েছে তাই দেহ-মন-আত্মাকে কলুষিত করার কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আজকের এই ভোগবাদের পৃথিবীতে বিভিন্নভাবে আমাদের দেহকে কলুষিত করার জন্য বিভিন্ন প্রলোভন রয়েছে। আমাদের দেহ যেহেতু ইতিমধ্যে পবিত্র আত্মার মন্দিরে পরিণত হয়েছে তাই সেই দেহগুলোকে পবিত্র রাখা আমার-আপনার-আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

আজকের মঙ্গলসমাচারে, যিশু যাদের আহ্বান করেছেন তাদেরকে তিনি বুঝাতে পেরেছেন যে তিনিই সেই মশীহ, সেই প্রতীক্ষিত মুক্তিদাতা- যার আসবার কথা ছিল, যিনি তাদেরকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারবে। আজ সেই শিষ্যদের মত আমাদেরকে প্রভু যিশু নাম ধরে আহ্বান করছেন। তিনি কোথায় থাকেন তা আবিষ্কারের জন্য তাঁর সাথে সময় কাটানোর জন্য বলছেন। কিন্তু আমি-আপনি কি যিশুর সেই আহ্বান শুনতে পারছি? আমরা কি বলতে পারব, "প্রভু আপনি কোথায় থাকেন?" যদি এই প্রশ্ন যিশুকে জিজ্ঞেস করতে না পারি তাহলে আমাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যিশু খ্রিস্টকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের জীবনে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি। হয়তোবা আমাদের অসুস্থ বাস্তবতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদেরকে খ্রিস্ট যিশুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে বা তাঁর আহ্বান শুনতে দিচ্ছে না। তাই আসুন প্রিয়জনেরা, খ্রিস্টযিশুর আহ্বান যেন বুঝতে পারি, শুনতে পারি। তার জন্য সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে সকল অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আমরাও যেন শিষ্যদের ন্যায় বুঝতে পারি খ্রিস্টযিশু তিনিই আমাদের মুক্তিদাতা, যিনি আমাদেরকে পরিচালনা করেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে॥ ❑

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ, রেজি নং - ১১/৯৪

সংশোধিত নিবন্ধন নং ও তারিখ : ১৫/২২/৭/২০১২ খ্রীঃ

গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

নোটিশ প্রদানের তারিখ: ০৩/০১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ২২ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার

সময় : সকাল ৯:৩০ মিনিট

স্থান: শহীদ ফাদার ইভান স্মৃতি মিলনায়তন।

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সকল সম্মানিত সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২২ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে গোল্লা ধর্মপল্লীর শহীদ ফাদার ইভান স্মৃতি মিলনায়তনে সমিতির ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সমিতির সকল সম্মানিত সদস্যগণকে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথা বিধি মেনে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সভার কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে

আগষ্টিন পমেজ
চেয়ারম্যান

পিটার প্রভাত পমেজ
সেক্রেটারী

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

নব সাজে নব ভাব

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

প্রায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই একটা নির্দিষ্ট সময় পর-পর তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর একটা সার্বিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করে থাকে। উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের সার্বিক গতিশীলতা এবং এর সাথে জড়িতদের পারফরমেন্স যাচাই ও উন্নয়ন। এর অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্টদের সবল এবং দূর্বল দিকগুলি খুঁজে বের করা হয়। যাতে দূর্বলতাগুলিকে কাটিয়ে ওঠা যায় পাশাপাশি কর্মী ও কর্মকর্তাদের স্বক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হয়। এক কথায় সম্ভাব্য লোকসানের রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি মোকাবেলা পূর্বক অধিকতর মানসম্মত উৎপাদন নিশ্চিত করা। আমি বর্তমানে একটা ব্যস্ততম জনাকীর্ণ শিল্পনগরীতে বাস করি। এখানে বেশ কিছু বড়-বড় পোষাক ইণ্ডাস্ট্রিজ রয়েছে। এগুলোর অনেক বহির্দেশীয় ক্রেতা রয়েছেন। এরা শুধু তাদের চাহিদা মত মালামালই ক্রয় করে না। এদের অনেকগুলো রিকয়ার্মেন্ট থাকে।

যেমন–ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ্টমেন্ট, সার্বিক পরিবেশ এবং সর্বোপরি কর্মীদের স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা। কর্মীবৃন্দের শিশুদের থাকার ও রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই ক্রেতাগণ একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এগুলি মূল্যায়ন করে থাকেন। যদি তাদের চাহিদা পূরণ না করা হয় তবে তাদের ওয়ার্ক অর্ডার বাতিল পর্যন্ত করা হয়ে থাকে। এ দুনিয়ার মধ্যে মানুষই মুখ্য বিষয়। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মানুষকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাদেরকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের উপর তাঁর অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। সর্বোপরি মানবকূল যাতে তাঁর প্রশংসা করে এবং তাঁর বাধ্য থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ পরিপূর্ণভাবে মানুষের দ্বারা সাধন হচ্ছে না। তার বড় কারণ মানুষের স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতা এবং অবাধ্যতাজনিত পাপ। এই কারণে প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন তাদের সার্বিক মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে; মানুষকেও সময় অন্তর তাদের নিজেদের মূল্যায়ন করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। উদ্দেশ্য সার্থক জীবন-যাপন করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ। খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জীবনে ইংরেজী নব বর্ষের প্রথমভাগে আত্মমূল্যায়নের একটা অপূর্ব সুযোগ ঘটে।

জগতের নিয়মে বছর ফুরিয়ে যায়। ফি বছর নতুন করে তার যাত্রা আরম্ভ হয়। বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে আমরা অনেকেই বেশ আবেগ প্রবণ হয়ে উঠি। নিছক কোন অসঙ্গতি ব্যতীত উপাসনায় যেতে কেউ হয়তো ভুল করি না। উপাসনা শেষে বয়স্কদের প্রণাম করে আশীর্বাদ চেয়ে নেওয়া। অবশ্যই এই অভ্যাসটা অনিন্দনীয়। এতে একটা স্বস্তি, প্রেরণা এবং আনন্দ আছে। তবে এটুকুই যথেষ্ট নয়। আমরা অনেক ভুল নিয়ে জীবন-যাপন করি। ভুলের মধ্যে থেকে অনেক ভুলের জন্ম দিয়ে থাকি। ভুলটাকে অসত্য মনে করতে চাই না। এভাবে অনেক পাপে জড়িয়ে যাই। একটা গীত আমরা উপাসনাতে গেয়ে থাকি। "তুমি কিরূপে চলিতেছ তাহা ভালো করে দেখ।" এই সময়টা আমাদের জীবনের জন্য আশীর্বাদ আর সেটা নির্ভর করে আমাদের পজিটিভ মানসিকতার উপর। "নিজেকে জানো" সক্রেটিসের এই মহামূল্যবান উক্তিটার বিশ্লেষণ নিজেদের জীবনে খুব দরকার। জীবন খাতার প্রতিটা পৃষ্ঠা উল্টানোর পূর্বে সারা বছর যা কিছু মন্দ আঁচড় কেটেছি তা পুনরায় পাঠ করা দরকার। তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখা দরকার কোথায় অসঙ্গতি আছে। কোথায়-কোথায় অপূর্ণতা রয়েছে। কোথায় নোংরা লেগে গেছে। আমাদের জীবন বীণার তারে ঈশ্বর স্তুতির গীত কতটুকু বেজেছে। কতটা ঘাটতি আছে। সুর, লয়, তাল বাণী সব কিছু পরিমিত ছিল কিনা? বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরীয় মানদণ্ড আমাদের জীবনে কতটা অনুসৃত হয়েছে? ঐশ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কতটুকু অবদান রেখে চলেছি? এই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে দেখা দরকার। পাশাপাশি প্রাপ্ত ঘাটতিগুলি পূরণে নতুন পরিকল্পনা রচনা করাও প্রয়োজন। এটা ঠিক যে বৈশ্বিক করোনার প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডবে অনেক কিছু উলোট-পালট হয়ে গেছে। কত প্রাণ ঝরে গেছে, কত মা তার সন্তান হারিয়েছে, কত সন্তান তাদের মা-বাবাকে হারিয়েছে। আর্থিক কিংবা বৈশ্বিক ক্ষতির অংক কতটা ভারী হয়ে গেছে। হাজার-হাজার মানুষ তাদের একমাত্র সম্বল চাকুরী হারিয়েছে। শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেছে। জগতের দুঃখ-কষ্টের দংশনে নীলবর্ণ ধারণ করেছে। মনে সাহস সঞ্চয় করতে হবে এই ভেবে যে, ভেঙ্গে যাওয়া মানেই শেষ নয়, কিছু কিছু ভাঙ্গার মধ্য দিয়েও নতুন কিছু শুরু করা যেতে পারে। এর পরেও আমরা যারা টিকে গেছি সর্বশক্তিমানের অপার কৃপায়। আমরা আজ তার কতটুকু মূল্যায়ন করতে পারছি? চোখের জলে তাঁর চরণ ছুঁতে পারলাম কত জনে? কত জনে তাঁর চরণ ছোঁয়ার যোগ্য প্রাপ্ত হলাম। বছর শুরুর প্রাক্কালে এত সব ভেবে নিজেকে সাজাতে হবে। কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদের ডালি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করতে হবে। নতুন-নতুন ভাবনাগুলি ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরে শক্তি, প্রজ্ঞা ও পবিত্রতা যাঞ্চা করতে হবে। নতুন ভাবনাগুলির বাস্তবায়নে কিছু বাস্তব পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে হবে। হতে পারে তা নিয়মিত বাইবেল পাঠ, বাক্যধ্যান, সর্বক্ষেত্রে সততা রক্ষা করা, উপাসনালয়ে এবং প্রার্থনায় ঈশ্বরকে সময় দানের প্রতিজ্ঞা। অন্য মানুষকে সহযোগিতার প্রতিজ্ঞা। এইভাবে আমরা ঈশ্বরের খুব কাছের মানুষে পরিণত হতে পারি। পরিচ্ছন্ন জ্ঞানপিপাসু মানুষগুলো তাদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী তৈরী করে। গুরুত্ব অনুসারে স্তরে-স্তরে পুস্তকরাশি বিন্যাস বা সাজিয়ে রাখে। ধীরে-ধীরে ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটা বৃহদাকার ধারন করে। আমাদের জীবনটাও তদ্রূপ হওয়া দরকার। মানুষের স্বভাবই ভুল করা এবং ভুলের মধ্যে থাকা। একজন মানুষকে বহুমাত্রিক শ্রম ও কষ্টের মধ্যদিয়ে তার জীবনকে নিজের এবং অন্যের সেবার উপযোগী করে তৈরী করতে হয়। গঠন করতে হয় নিজেকে। বহুবিধ মূল্যবোধ ধারণ ও তা চর্চা করা যেন জাগতিক গড্ডালিকায় ভেসে অর্থহীন মানুষে পরিণত না হয়ে যাই। অর্থপূর্ণ কিন্তু কিছু সু-অভ্যাস গঠন পূর্বক পরিচ্ছন্ন সুস্থ মনের মানুষ হয়ে উঠতে হবে। নিন্দুকরা কি ভাবল কিংবা কি বললো সেদিকে তাকানোর কোন দরকার নাই। ঈশ্বরকে ভালবাসা ও তাঁকে ভক্তির বাসনা হৃদয়ে মজবুত রাখতে হবে। তাঁর মধুময় প্রজ্ঞার বাক্য হৃদয়ে সঞ্চয় করে যেতে হবে। এই উদ্দেশে জীবনের প্রতি পরতে পরতে নতুন করে চাষ দিয়ে দানাদার সবল বীজ বপন করতে হয়। কেননা মাতৃকোলে জন্ম নেওয়ার পর থেকে জীবনভূমিতে চাষ এবং উপযুক্ত বীজ বপন না করলে ঐ জীবন ধূ-ধূ মরুভূমি হয়েই থেকে যায়। ফসলও ফলে না আবার নিজের কিংবা অন্য কারোরই কাজে লাগে না। নতুন কম্পিউটার ক্রয় করে তাতে অনেক কিছুই ইনস্টল করে নিতে হয়। নতুবা তা কোন কাজেই লাগে না, তা সে যত দামীই হোক না কেন। আবার পুরাতন যন্ত্রের কিছু এ্যাপস্ ফেলে দিয়ে নতুন আপডেটেড সফটওয়ার ইনস্টল করে নিতে হয়। যুগোপযুক্ত তথ্যে সমৃদ্ধ হওয়া প্রত্যেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা প্রক্রিয়া যার

মধ্যদিয়ে জীবনটা গতিময়তা পায়। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকলে জীবন তার বৈচিত্র হারায়। নতুনত্বকে মেনে নেবার এবং ধারণ করার ধ্বংত্মক মানসিকতা গঠন করা জরুরী। পুরাতনকে পেরিয়ে এসে নতুনের ঊষালগ্নে এইভাবে জীবন খতিয়ান মূল্যায়ন করা প্রতিজন বিশ্বাসীর গুরু দায়িত্ব।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে মানুষের অভ্যন্তরে অনেক ত্রুটি আছে। এগুলোর জন্মদাতা সে নিজেই। 'হৃদয়ে বড়দিন' স্বরচিত প্রবন্ধটির কিছু অংশ এখানে পুনর্ব্যক্ত করা প্রয়োজন বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। "আমাদের নিজেদের মনের ভিতরেই শত্রু রয়েছে। ছয় শত্রু- যেমন- কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য। এইগুলি ভিতরের শত্রু। কথায় কথায় রাগ অভিমান করা, রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং অতিকথন থেকে বিরত থাকতে শিখতে হবে। আমরা জাগতিক লোভ-লালসার আবরণে আবৃত। লোভ করা বন্ধ করে দিতে হবে। লোভের পাত্র কখনও ভরে না। আরো চাই, শুধুই চাই। চাওয়ার মোহ থেকে বের হতে না পারলে নিজেকে কখনও চেনা যাবে না। মদের বহিপ্রকাশ দম্ভ আর অহংকারে। এমএ কিংবা ডাবল এমএ তাতে কার কি এসে যায়। এটাই শিক্ষিতের প্রকৃত ইন্ডিকেটর নয়। পাঁচ জেনারেশন লেগে যায় একজনকে ফ্রেস মুক্ত মনের হতে। নিজের মুক্তি নিজের হাতে। হিংসা, লোভ আর অহংকার পরিহার করে। কিন্তু খ্রিস্টের সাথে যুক্ত থেকে। ছয় শত্রুর সংস্কার ভিতরে থেকেই যায় যতক্ষণ না খ্রিস্টকে চিনতে পারব। যতক্ষণ তাঁর সাথে কানেকশন না তৈরী করতে পারবো। সত্যনিষ্ঠ মানুষ হয়ে উঠতে হবে। "মাংসের ভাব মৃত্যু কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি।" *(রোমীয় ৮:৫)* প্রকৃতপক্ষে আজকের দিনে ভেবে দেখা আবশ্যক যে আনন্দ ও শান্তিদায়ক জীবনের প্রত্যাশা করছি কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে নিবীড় অনুসন্ধান করা দরকার। আমাদের ভিতরে যে ছয় মন্দতার প্রবণতা আছে এগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই কিনা? মন্দতার প্রত্যাশা বড় বিপদ এবং সংকটাচ্ছন্ন। মন্দতার প্রত্যাশা যেখানে শূন্য, জীবনের পূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতা সেখান থেকেই শুরু।

ইসাইয়া পুস্তকে একটি বিশেষ দিনের কথা বলা হয়েছে যে দিনে জেরুশালেমের প্রভুর মহিমা ও ধার্মিকতায় পূর্ণ হয়ে যাবে। এবং এই নগরীতে লোকেরা শান্তিতে ও আনন্দে বসবাস করবে। পুরাতন যুগ বা পাপ ও মৃত্যুর যুগের শেষে মুক্তিদাতার এ পৃথিবীতে আগমনের পরেই সেই নতুন দিন অর্থাৎ মশীহের যুগ উপস্থিত হবে। এই হিসাবে আমরা সর্বশক্তিমানের সেই কাঙ্ক্ষিত নতুন যুগে অবস্থান করছি। তবুও কি আমরা সেই শান্তি ও আনন্দের মধ্যে আছি? নিশ্চয় না। কেননা আমরা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত আশীর্বাদের মধ্যে নেই। আমাদের ভাব বা চিন্তা সকল মন্দতায় ঢেকে গেছে। তবুও ঈশ্বরের আশীর্বাদের দরজা আমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে। আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত অনুভূতি কি? নিজের মধ্যে একটা সুক্ষ্ম চেতনা সৃষ্টি করা। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ আছেন, অন্যদের নাই। আমাদের আদর্শ হলেন মুক্তিদাতা অভিষিক্ত যিশু। খ্রিস্ট যে প্রকার জীবন-যাপন করেছিলেন তার সত্যতা নতুন নিয়ম পড়ে জানতে পারি। তিনি আমাদের জীবনে একটা লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন। তা হল আমরা যেন খ্রিস্টে সংযুক্ত থাকি এবং তাঁর আদর্শ স্বরূপ হই। প্রত্যেকের জীবনে একটা আদর্শ নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখনই সেটা উপযুক্ত সময়। জীবনের সুনির্দিষ্ট গন্তব্য এবং আদর্শ ঠিক করতে না পারলে আমরা বিশাল সমুদ্র সংসারে টলটলায়মান অস্থির মানুষ হয়ে যন্ত্রণার মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকব। বাইবেলের মধ্যে আমাদের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা আছে। এজন্য বাইবেল পড়ার মহৎ অভ্যাস গঠন করা দরকার। তাহলে আমরা বাইবেলের কেন্দ্রীয় বিষয়কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো। সাধু পৌলের মতে আমরা খ্রিস্টের পত্র। সুতরাং আমাদেরকে খ্রিস্টের স্বভাবকে ধারন করতে হবে। বাইবেল থেকে খ্রিস্টের ইচ্ছারূপ স্বভাবকে জেনে নিতে হবে।

"সুতরাং এসো, খ্রিস্ট বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা পাশে রেখে আমরা সিদ্ধতার কথার দিকে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ পুনরায় সেই ভিত্তি আর স্থাপন করবো না, যথা মৃত কার্যকর্মকে অস্বীকার, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।" *(হিব্রু ৫:১)* আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে হবে তা হল সিদ্ধতার চেষ্টা করা। পুরাতন কাজ এবং পুরাতন স্বভাব ত্যাগ করে মন পরিবর্তন পূর্বক নতুন মানুষ হওয়া। আমরা যেন সিদ্ধতার দিকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ শুদ্ধতার দিকে গমন করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের পুরাতন বা অতীত জীবনের মৃত ক্রিয়াকলাপ থেকে মন পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন হতে পারে বছরের প্রথম দিনে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসকে বহন করতে চেষ্টা করা। ঈশ্বরের বাণী হৃদয়ে একটি বীজের মত প্রোথিত হয় এবং তা অনন্ত জীবন আনয়ন করে। পরে তা সদ্যপ্রাপ্ত নতুন জীবনে আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টি আনয়ন করে থাকে। আমাদের দেহের প্রকৃত সুস্থতা উৎপন্ন করে। আমাদের মনে তা ধারণ করে মানসিক আলো এবং জ্ঞান উৎপন্ন করে। এই ঐশ প্রজ্ঞাযুক্ত মানুষই হবে নতুন মানুষ, সাদা মনের মানুষ। যিশু খ্রিস্ট যে নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই নতুন নিয়ম সম্পর্কে জেরমিয়া ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। নতুন বিশ্বাসীগণ যতজন তাদের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যিশুকে গ্রহণ করেছিল তাদের প্রত্যেকে নতুন জীবন মন লাভ করেছিল। এই নতুন নিয়ম বা নতুন চুক্তি হবে আমাদের হৃদয়ে এবং এই হৃদয়ে পবিত্র আত্মা বাস করবে। এই চুক্তির একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল বিশ্বাসীদের সকলকেই ঈশ্বর একটা নতুন হৃদয় ও নতুন স্বভাব দান করবেন। যাতে তারা স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রভুকে ভালবাসতে ও তাঁর বাক্যের বাধ্য থাকে। এই বাধ্যতার ফল হবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা এবং ধর্মীয় জীবন-যাপন করা। "ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নতুন গান গাও।" (গীতসংহিতা ৩৩: ৩) ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীর সাদা কিংবা কালো সমস্ত মানুষই ঈশ্বরের প্রশংসা গান করবে। প্রভু যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে গৌরবময় পরিত্রাণ ও বিজয় লাভ করবে। এই সমস্ত মানুষের মধ্যে ধার্মিকতা বাস করবে। আমাদের জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি কিংবা ধার্মিকতাকে যাচাই করা আবশ্যক। "সুতরাং, নিজেরদের আচরণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ, নির্বোধের মতো নয়, সুবোধের মতোই চলো। বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার করো, কারণ আজকের দিনগুলো অমঙ্গলকর। একারণে অবোধ হয়ো না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি তা বুঝতে চেষ্টা করো, আঙ্গুররস পানে মাতাল হয়ো না, কেননা আঙ্গুররসে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত। কিন্তু আত্মায় পরিপূর্ণ হও। সবাই মিলে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও আধ্যাত্ম বন্দনা গান গেয়ে চলো, সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাদ্যের ঝঙ্কারে প্রভুর স্তুতিরগান করো।" *(এফিসীয় ৫ঃ১৫-১৯)*। তাই মাঝে-মাঝে থেমে ভেবে নিজের জীবনের ত্রুটিগুলি তুলে এনে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে চেষ্টা করে তা পূরণের নতুন পদক্ষেপ নিতে হবে। "তুমি সমস্ত চিত্তে প্রভুতে বিশ্বাস কর, তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করো না। তোমার সমস্ত পথে তাঁকে স্বীকার কর, তাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করবেন।" *(হিতোপদেশ ৩:৫-৬)* সমগ্র বছরটিতে এই অমূল্য বাণীকে অনুসরণ করার প্রতিজ্ঞা করতে পারি। নতুন বছরের যাত্রা শুভ এবং সাফল্যমণ্ডিত হোক, শুভ এবং সফল হোক নতুন হৃদয় ও স্বভাবদান কারী যিশু খ্রিস্টের সাথে যুক্ত থেকে॥ ❑

আর্থিক শিক্ষা : জীবন পরিচালনার এক অপরিহার্য দক্ষতা

জনাথ্যান গমেজ

সাঁতার না শিখেই আমরা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি না। কিংবা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না নিয়ে আমরা রাস্তায় গাড়ি চালাতে নেমে যাই না। একটা ছোট্ট ভুল হলে অনেক বেশি মূল্য দিতে হতে পারে এমন কোনো বিষয় ভালোমতো বুঝে নিয়ে তবেই আমরা সে কাজে হাত দিয়ে থাকি। এভাবেই আমরা নিজেদের ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা, লাভ-ক্ষতি বুঝে নিতে শিখি।

ন্যূনতম শিক্ষা, নির্দেশনা ও পরামর্শ পেলে জীবনের অনেক ব্যাবহারিক ও বাস্তবমুখী বিষয়ে আমরা বড় ধরণের ভুল করা থেকে বিরত থাকতে পারি। বেঁচে যেতে পারে আমাদের মূল্যবান সময় এবং সম্পদ। অথচ হাতে-কলমে শেখা হয়নি বলে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আমরা হেলায় সুযোগ হারাই। কখনো অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হই, কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো দায়ে বোঝাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কিছু মানুষ নিজের চেষ্টায়, সফলদের পরামর্শ নিয়ে, বই পড়ে, অন্য কাউকে দেখে কোনো কোনো বিষয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে নেয়। আবার কেউ-কেউ কেবল সৌভাগ্যবশত পারিবারিকভাবে, শুভাকাঙ্ক্ষিদের সাহচর্যে অথবা পারিপার্শ্বিক পরিবেশগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ এসব বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন।

আর বাকিরা বেশিরভাগই ভুল করে, অর্থাৎ ঠেকে শিখি। কিন্তু শেখা হলেও ইতোমধ্যে হয়ে যাওয়া ভুলের মাশুল গুনতে হয়- কখনো -কখনো বেশ চড়া দামে। ততদিনে যে সময়টুকু পার হয়ে গিয়েছে তা হারানোর খাতায়ই লেখা থেকে যায়। সেটা ফিরে পাওয়া যায় না কখনোই। আর তাইতো অনেককেই সেই চিরচেনা সুরে আফসোস করতে শোনা যায়- "আগে যদি এটা জানতাম.....", "কেউ যদি আমাকে আগে একটু সাবধান করতো....", ইত্যাদি।

এ ধরণের ব্যাবহারিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আর্থিক শিক্ষা। ব্যক্তিগত অর্থ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রত্যেককেই দৈনন্দিন এই বিষয়টির ব্যাবহারিক প্রয়োগ করতে হয়। দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রায় সমস্ত কাজকর্মের সঙ্গেই কোনো না কোনো আঙ্গিকে অর্থ ও আয়-ব্যয়ের বিষয়টি জড়িত থাকে। আমাদের খাওয়া-পরা, যাতায়াত, যোগাযোগ, পরিবারের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটানো, শখ-আহ্লাদ পূরণ, সামাজিকতা রক্ষা, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি এই সবকিছুর সঙ্গেই রয়েছে আর্থিক সম্পর্ক।

ব্যক্তিগত অর্থ-ব্যবস্থাপনা নিসন্দেহে এমনই একটি বিষয় যা সকল পেশার, সব ধর্মের, সব বয়সের, সকল আর্থসামাজিক স্তরের মানুষের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা সমাজের সকলের জন্যই দরকারী ও কল্যাণকর।

আর্থিক স্বাক্ষরতা ছাড়াই আমরা উপার্জন করতে শুরু করি সঞ্চয় সম্পর্কে কিছু না জেনে। ব্যক্তিগত আর্থিক পরিকল্পনা ও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি অনেক দেরিতে। ঋণ সংক্রান্ত দায় এবং তার পরিণতির ব্যাপারে অসচেতন থাকি। অনাকাঙ্ক্ষিত ও আকস্মিক খরচের জন্য জরুরি-তহবিল গড়ে তুলি না। এমনকি অনিয়মিত কিছু খরচ থাকে যেগুলো জানা সত্ত্বেও তার জন্য প্রস্তুতি নেই না। এই ধরণের "ব্যয়বহুল" ভুলগুলো অতি সহজেই এড়ানো যায় পর্যাপ্ত আর্থিক সাক্ষরতা বা ব্যক্তিগত অর্থ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে। আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সেবাসমূহ, ঋণের প্রকৃত মূল্য, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ, বিনিয়োগের ঝুঁকি, সুপরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা কৌশল, ইত্যাদি সম্পর্কে খুব সাধারণ শিক্ষাও আমাদের অনেক উপকারে আসতে পারে। সাহায্য করতে পারে আমাদের কষ্টার্জিত আয়ের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে।

এছাড়া অভ্যাসগত কারণে প্রতিনিয়তই অনায়াসে যেসব কাজ করি, সেগুলোও আমাদের আর্থিক পরিস্থিতির ওপর পরোক্ষ প্রভাব রাখে। এক্ষুনি না হলেও দীর্ঘমেয়াদে প্রভাব ফেলে। আমাদের খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা, দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো স্বাস্থ্যকর কিংবা অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস ধরে রাখা, মানসিক সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি নির্ধারণ করে মধ্যবয়স ও বৃদ্ধবয়সে আমাদের জীবনধারণের ব্যয় কেমন হবে। অবসর সময়টুকু আমরা ঘুমিয়ে, টিভি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিনোদন খুঁজে, নিরর্থক আড্ডা দিয়ে, উদ্দেশ্যহীন কাজে ব্যয় করছি, নাকি বই পড়ে, প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটিয়ে, কোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে, কোনো নতুন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করে, অর্থপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন ও তা পরিচর্যা করে গঠনমূলকভাবে নিজের সময় বিনিয়োগ করছি - এগুলো নির্ধারণ করে দেয় আমাদের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উপার্জন ক্ষমতা।

আর্থিক শিক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়, এটি একটি প্রয়োজনীয়তা। এই শিক্ষা শুরু হতে পারে পরিবার থেকেই, ছোটবেলা থেকে সন্তানদের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা প্রদানের চেষ্টা করতে পারেন বাবা-মা। শিক্ষকেরা ব্যাবহারিক পাঠ দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে ধারনা দিতে পারেন। সামগ্রিক প্রচেষ্টায় আর্থিক শিক্ষাকে আমরা সকলের জন্য সহজলভ্য করে তুলে আগামী প্রজন্মকে উপহার দিতে পারি সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ার হাতিয়ার॥ ❑

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

আর্থিক সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

স্মৃতিতে ভাস্বর প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

মানুষ মরণশীল। মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে, একদিন আগে বা পরে তাকে মরতে হবেই। কোন মানুষের মৃত্যু কিভাবে হবে তা বলা যায় না তা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। মানুষ মরে যায়, কিন্তু স্মৃতি অমর হয়ে রয়। মানুষ বাঁচে তার বয়সে নয়, কর্মের মধ্যদিয়ে। এই পৃথিবীর, ইতিহাসে, খ্রিস্টমণ্ডলীতে যারা বিখ্যাত হয়েছেন তারা তাদের কর্মের মধ্যদিয়ে। আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা যাজক হিসেবে সেই সাথে যিনি রাজশাহীর বিশপ হিসেবে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশেও তিনি আর্চবিশপ হিসেবে কাজ করেছেন সেবা দিয়েছেন। তাঁকে অভিজ্ঞতা করার সময় আমার বেশি হয়নি কিন্তু মানুষের কাছ থেকে যেভাবে শুনেছি এবং কিছুটা অভিজ্ঞতা করেছি তার আঙ্গিকে আমার মনে হয়েছে তিনি মানুষের স্মৃতিতে ভাস্বর একজন বিশপ।

প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর ছোটসাতানীপাড়া গ্রামে যোসেফ কস্তা ও ভির্জিনিয়া রিবেরুর ভালবাসার ফুল হিসেবে প্রস্ফূতি হন। ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল চতুর্থ। ছোটবেলা থেকেই তিনি ইচ্ছা পোষণ করতেন তিনি বড় হয়ে একজন যাজক হবেন। তাই যখন সময়ের পূর্ণতা এল তখন তিনি সেমিনারীতে যোগদান করেন। সেমিনারীর গঠন, দর্শণ ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়নের ও পরিচালকদের সুপারিশক্রমে তিনি যাজক পদে অভিষিক্ত হন। যাজক হিসেবে তিনি একজন আদর্শ পালক। তিনি যেখানে কাজ করেছেন সেখানে তার ঐশজনগণের পালকীয় ও আধ্যাত্মিক যত্ন নিয়েছেন। অনেককে খ্রিস্টের সন্ধান দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিচালক। তিনি বনানী মেজর সেমিনারীতে দীর্ঘ ১৯ বছর পরিচালক হিসেবে সেবা দিয়েছেন। তিনি সেমিনারীয়ানদের অনেক যত্ন নিতেন, ভালবাসতেন, সেই সাথে শাসনও করতেন। যুগ লক্ষণ অনুসারে যেরকম পরিচালক প্রয়োজন ছিল তার মধ্যে সেই সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তিনি সেমিনারীয়ানদের গঠনের ক্ষেত্রে অনেক সুন্দর দৃষ্টি দিতেন। সেইসাথে তারা যেন ভাল খেতে পারে তার জন্যে মাঝে মধ্যে তিনি নিজে সেমিনারীয়ানদের নিয়ে বাজারে যেতেন। তিনি নিজে দেখে ভাল জিনিস ক্রয় করতেন। কারণ জিনিস ক্রয় করার ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল।

তিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে ভিকার জেনারেল হিসেবেও সেবা প্রদান করেছেন। তারমধ্যে অলসতা ভাব ছিল না। তিনি সময়ের কাজ সময়ে করতে পছন্দ করতেন। তিনি যেরকম সুন্দর কাজ করতেন তেমনি মানুষের কাজ থেকেও সুন্দর একেবারে পারফেক্ট কাজ প্রত্যাশা করতেন। সেরকম না হলে মাঝে মধ্যে তিনি কিছুটা উত্তেজিতও হতেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। তেমনি তিনি চাইতেন যাজকেরা ও অন্যান্য যারা

আছে এ বিষয়ে তারাও যেন দক্ষ হয়।

তিনি ছিলেন সহজ সরল একজন মানুষ। তাকে দেখলে মনে হয় অনেক কঠোর কিন্তু যারা তার সান্নিধ্য লাভ করেছে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে তারা উপলব্দি করেছে প্রকৃত পক্ষে তিনি হলেন সহজ-সরল একজন মানুষ। তিনি দেখতে অনেকটা নারিকেলের মত। উপরের দিক থেকে অনেক শক্ত কিন্তু ভিতরে অনেক নরম। তার মধ্যে হাস্যরস ছিল। সবাই সেটা অবশ্য আবিষ্কার করতে পারে নি। যারা আবিষ্কার করেছে তারা তার হাস্যরসের পরিচয় লাভ করেছে।

তিনি যেকোন বয়সের মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন। তাই তাঁর বন্ধু বান্ধবের সংখ্যাও বেশ ভাল ছিল। তিনি যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক দক্ষ ছিলেন। আর তাইতো তিনি ফাদার, পরিচালক ও বিশপ হিসেবে সুন্দর কাজ করতে পেরেছেন। অনেক মানুষকে ঐশরাজ্যের পথে পরিচালিত করেছেন।

তিনি বিশপ হিসেবে কারিতাসের সঙ্গে যুক্ত থেকে সেবা দিয়েছেন। যারা কারিতাসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। এর মধ্যদিয়ে যেন ঐশরাজ্য বিস্তার হয়। কারিতাসের মধ্যদিয়ে যেন মানুষ খ্রিস্টকে চিনতে পারেন। খ্রিস্ট যেভাবে সেবা দিয়েছেন কারিতাসের কর্মীরাও যেন একইভাবে সেবা দিতে পারেন। খ্রিস্টকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারেন।

তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জানতেন শিক্ষা ছাড়া মানুষের উন্নতি হবে না। আলোর পথে আসতে পারবে না। তাই তিনি শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োজিত তাদের উৎসাহিত করেন। তিনি স্কুল, কলেজ গুলোর প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। যারা দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের তাদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করেছেন। বিদেশে পড়ার ক্ষেত্রে কাউকে-কাউকে বৃত্তি খুঁজে দিতেও সহায়তা করেছেন।

তাঁর আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল সংস্কার কাজের উপর। তিনি নিজে কনস্ট্রাকশনের কাজ ভাল জানতেন। তাই তিনি নিজে থেকে এই কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। তার সময়ে তিনি বেশ কিছু কনস্ট্রাকশনের কাজ করেছেন যেন এইগুলোর মধ্যদিয়ে আরও ভাল সেবা দিতে পারে।

তিনি বিশপ হিসেবে তাঁর মেষদের যত্ন নিয়েছেন। তিনি নিয়মিত ভাবে ধর্মপল্লী পরিদর্শনে যেতেন। ফাদারদের সঙ্গে আলাপ করতেন। কোন দিক যদি সংশোধনের প্রয়োজন পড়ত তিনি তা আলাপ করতেন। তিনি অনেক মেষদের ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। মেষরা তাঁকে ভালবাসত, তাঁর সান্নিধ্যে আসত। তাছাড়া সিলেট ধর্মপ্রদেশের প্রতিও তার বিশেষ নজর ছিল। মায়ের কাছ থেকে সন্তান পৃথক হওয়ার সময়ে তিনি সিলেট ধর্মপ্রদেশকে জমি ক্রয় করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করেন। এর মধ্য দিয়ে তার উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশপ পৌলিনুস কস্তা তাঁর কাজের মধ্যদিয়ে এখনও মানুষের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন আদর্শ পরিচালক, দক্ষ নেতা, আদর্শ ভিকার জেনারেল, আদর্শ পালক, মিশুক, সহজ-সরল, উদার, ইংরেজী ভাষায় দক্ষ ও একজন সংস্কারক। তাঁর এই গুণাবলীর মধ্যদিয়ে তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলী তথা গোটা খ্রিস্টমণ্ডলীকে সেবা দিয়েছেন ঐশরাজ্যের বিস্তার কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন। একটি মিলন-সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার মধ্যদিয়ে মানুষের মনে আজও অমর হয়ে আছেন॥❑

কৃতজ্ঞতা

মার্টিন বিশ্বাস সিএসসি

কৃতজ্ঞতা হল মানুষের একটি গুণ; যা সবাই প্রকাশ করতে পারে না। “একজন মানুষ চেষ্টা করলে তার সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলতে পারে কিন্তু অকৃতজ্ঞতা মহাপাপ যার থেকে আজ অবধি কেউ মুক্তি পায়নি।” জি, এন দাশ

কৃতজ্ঞতা হলো একটি অভ্যন্তরীণ অনুভূতি। যার মধ্যদিয়ে আমরা অন্য মানুষ, প্রাণি বা জিনিসের প্রতি ধন্যবাদের আবেগ প্রকাশ করি, স্বীকৃতি দেই, আনন্দ প্রকাশ করি। এটা হতে পারে ভাষায় প্রকাশ আবার হতে পারে আমাদের শারীরিক অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে। কৃতজ্ঞতার মধ্যদিয়ে আমরা অন্যকে ভাল কিছু করার জন্য উৎসাহিত করি। নিজের মধ্যে প্রবল আনন্দ উপলব্ধি করি। আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ আরো গভীর হয়। আমরা ভালর প্রতি, পবিত্রতার প্রতি, মঙ্গলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে সুস্থ জীবন যাপন করতে সাহায্য করে, আমাদেরকে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে সাহায্য করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হলো- ধন্যবাদ জানানো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অন্যকে উৎসাহিত করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে আমরা সৃষ্টিকে যেভাবে স্বীকৃতি দেই একইভাবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা প্রকাশ করি। কৃতজ্ঞতা হলো সুস্থ সবল মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কৃতজ্ঞ ব্যক্তি হয় সৎ, আদর্শবান। যিনি নিজেকে চেনেন ও জানেন। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি শরীর, মন ও আত্মায় সুস্থ থাকেন। গ্রিক দার্শনিক সিসেরা বলেন, “কৃতজ্ঞতাবোধ হল সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি এবং এটি মানুষকে মহৎ ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায় যা মানুষ হিসাবে চর্চা করা অবশ্যকীয়।” হাভার্ড মেন্টাল হেল্‌থ লেটার এর একটা প্রবন্ধ অনুযায়ী “কৃতজ্ঞতার মনোভাব এবং প্রচুর সুখ লাভ করা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।” কৃতজ্ঞ মনোভাবী লোকদেরকে আরও ইতিবাচক হতে, উত্তম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি হতে, স্বাস্থ্যকে আরো উন্নত করতে, হতাশার মেকাবেলা করতে, অন্যের সাথে দৃঢ় বন্ধন গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

পবিত্র বাইবেলে যিশু খ্রিস্ট তাঁর জীবনী দ্বারা অজস্রবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সাধু পল তাঁর পত্রগুলির মধ্যদিয়ে বার-বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ১ম থেসালনিকীয় ২ অধ্যায় ২৩ পদে বলে স্থায়ী সুখ লাভ করার জন্য কেবল মাঝে মাঝে ধন্যবাদ বলাই যথেষ্ট নয় এর জন্য কৃতজ্ঞতার মনোভাব বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। আর এই মনোভাব আমাদেরকে সেচ্ছাচারিত, ঈর্ষা ও অসন্তোষ থেকে রক্ষা করে। যে বিষয়গুলি লোকদের আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। ইব্রীয় ৬ অধ্যায় ১০ পদে বলে, ঈশ্বর অন্যায়কারী নয় তোমাদের কাজ এবং তার নামের প্রতি প্রদর্শিত তোমাদের প্রেম এই সকল তিনি ভুলে যান না। কৃতজ্ঞতার মনোভাব না দেখানোকে ঈশ্বর অন্যায় অন্যায্য বলে মনে করেন। সাধু পল বলেন, “সতত আনন্দ কর সর্ব বিষয়ে আনন্দ কর।” *(১ থেসালনিকীয় ৫:১৬-১৮ পদ)* তাহলে কৃতজ্ঞতা শুধু একটি শব্দ দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে না তার বহিপ্রকাশ ব্যাপক ও মাহাত্ম্য অনেক গভীর। কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে আনন্দ দেয়, হৃদয় সজীব করে রাখে এবং অন্যেরা আমার দ্বারা আনন্দিত হয় এবং এই আনন্দ আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়।

তাহলে এই কৃতজ্ঞতার মনোভাব গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন। রাজা দায়ুদ বলেন, “আজ দূর অতীতের কথা মনে করি আমি আহা কত কি করেছ তুমি, সেই কথা জপ করি মনে; নিজের হাতেই তুমি যা কিছু করেছ, সবই তো করি অনুধ্যান”*(সাম ১৪৩:৫)*। ঈশ্বরের ভালবাসার দান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার মাধ্যমে তিনি (রাজা দায়ুদ) কৃতজ্ঞতার মনোভাব তুলতে পেরেছিলেন আর এই অভ্যাস তিনি সারা জীবন ধরে রেখেছিলেন। তাই আমাদের ক্রমাগত চিন্তা করতে হয় যেন ঈশ্বরের ভালবাসার কথা স্বীকার করি এবং কৃতজ্ঞ হই। আমরা কৃতজ্ঞ হই সাধারণত যখন কেউ উপকার করে কিন্তু সর্বদাই কৃতজ্ঞ থাকায় ঈশ্বরপ্রীত হন তা হতে পারে মুখের কথায় বা বাহ্যিক অঙ্গ-ভঙ্গি প্রকাশের মধ্যদিয়ে।

পবিত্র বাইবেলে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্বন্ধে খুব সুন্দর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এলিজাবেথ মারীয়ার প্রশংসা করে বললেন, “সকল নারীর মধ্যে ধন্যা তুমি আর ধন্য তোমার গর্ভফল; আমার এমন সৌভাগ্য হল কেমন করে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে এলো *(লুক ১: ৪২-৪৫)*।” মারীয়াও একইভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় মুখর হয়েছেন *(লুক ১: ৪৬-৫৫)*। পরবর্তীতে জাখারিয়ও ঈশ্বর প্রশস্তিতে মুখর হয়েছেন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, আর এই কৃতজ্ঞতা আমাদের অমৃতধামে আলোর পথ দেখায় প্রভুর সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে শেখায়। তাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা যা মানব জীবনের একটি অপরিহার্য করণীয় গুণ যা ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে ও জীবনকে সুখী সুন্দর করে গড়ে তোলে।

পবিত্র বাইবেল অনুযায়ী প্রভু যিশু এই শিক্ষাই দেন, “তিনি রুটি কখানা হাতে নিলেন এবং পরমেশ্বরকে স্তুতি ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের তা খেতে দিলেন *(যোহন ৬: ১১-১৩)*।” তাহলে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ঈশ্বর বহু ফলে ফলশালী করে তোলেন যেমনটি প্রভু যিশু ছিলেন ঈশ্বরের বাধ্য ও অনুগতপুত্র। আরো দেখি প্রভু যিশু তাঁর প্রতিটি অলৌকিক কাজে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কৃতজ্ঞতা এমন একটি গুণ যা ব্যক্তিকে নম্র ও সৎ করে গড়ে তোলে এবং এর মধ্য দিয়ে একটি আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র, একটি আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠে। তাহলে কৃতজ্ঞতা গুণটি ধর্ম, বর্ণ, জাত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের নিকট একই আহ্বান। কেউ তা অর্জন করতে পারে কেউ তা পারে না। কৃতজ্ঞতা আমাদের অন্যের কাছে বিশ্বাসী করে তোলে ও আমরা গ্রহণীয় হয়ে ওঠি এবং বিশ্বাস আবার ভালবাসার জন্ম দেয় মানুষকে নতুন করে গড়ে উঠতে সাহায্য করে এবং বিশ্বাস ও ভালবাসা সর্বদা আশার সঞ্চার করে। তাহলে বুঝতে পারি যে, একটি অন্যটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই প্রতিনিয়ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্ব-হৃদয়ে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠা আমাদের প্রতিদিনকার আহ্বান॥ ❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রদ্ধেয় ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ, সিএসসি ও শ্রদ্ধেয় ব্রাদার সেহেল মন্ডল, সিএসসি।

জীবনের মায়াজালে ব্যথিত মানব

সংগ্রামী মানব

দুপান্তগড়ের হতদরিদ্র সাম্য। দিনে যা রোজগাড় করে তা দিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাতেও বেশ বেগ পেতে হয়। আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে সাম্যের বিবাহিত জীবনের সূচনা হয়েছে। বিয়েটাও হয়েছে ভালোবেসে। ভালবাসার বিয়ে, সেখানে তো ভালোবাসা থাকবেই। সাম্যর স্ত্রী অঙ্কিতা। তারা দুজন-দুজনাকে খুব ভালবাসে। তাদের ভালোবাসার ফসল তিন সন্তান। প্রথম দুইটি ছেলে আর সবার ছোট মেয়ে। সন্তানদের নামও রাখা হয়েছে খুব শখ করে। বড় ছেলে জীবন, ছোট ছেলে সংগ্রাম আর মেয়ে কথা। জীবন, সংগ্রাম ও কথার জীবন খুবই সাদাসিধে। তাদের চালচলন কথাবার্তায় রয়েছে শালীনতা আর জীবন-যাপন খুবই সুশৃঙ্খল। গ্রামে তাদের সুনাম সুখ্যাতি খুবই ব্যাপৃত। সকলেই তাদেরকে গোবরে পদ্মফুলের ন্যায় জানে। টাকার অভাবে বড় ছেলে জীবন লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেনি। যতটুকু পড়েছে তাও অন্যের সহযোগিতায়। সংগ্রাম ও কথা কোনক্রমে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। সংগ্রামের ইচ্ছা হচ্ছে না আর পড়াশুনা করতে। তাকে দেখলে কেন জানি হতভাগা মনে হয়। মনে হয় ওর মধ্যে কোন আনন্দ নেই। মনে হয় এই বুঝি ও আত্মহত্যা করবে। এই জীবন বড়ই অর্থহীন। বড় ছেলে জীবনেরও একই দশা। এই মুহূর্তে টাকা অর্জনই যেন সব কিছু। ভালবাসা, আতিথেয়তা, মায়া মমতা এ সবই বৃথা। সাধারণ মানুষ যে দিকে যাচ্ছে জীবন ও সংগ্রাম একই দিকে যেতে প্রস্তুত হচ্ছে। সাম্য এখন উপায়হীন। অপমান, লাঞ্ছনার জ্বালা তাকে বড়ই ব্যথিত করছে। ইতোমধ্যে দু-তিনবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু তা করতে পারেনি শুধুমাত্র স্ত্রী-সন্তানদের মুখ চেয়ে। আর অঙ্কিতা যে কারও কাছে সাহায্য চাইবে সেই শক্তিটুকুও পাচ্ছে না। অনেক মানুষের কাছে গিয়েও সে কোন সাহায্য পেল না। সকলেই বলেছে, কাজ করতে পার না। কিন্তু কাজ দেওয়ার সেই মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। সাম্যের পরিবারের ভবিষ্যৎ কেন জানি অন্ধকারে পরিবর্তিত হয়েছে। ঘনকালো অন্ধকারে যে কখনো আলো দেখা যাবে তেমনটি মনে হচ্ছে না। তবে কি সাম্য জীবন নাশ করে দেবে। অঙ্কিতা, জীবন, সংগ্রাম ও কথা একই পথ বেঁছে নিবে? কি মনে হয়? জীবনের সমাপ্তি এখনই প্রয়োজন। সাম্য কোন একদিন তার পরিবারকে নিয়ে আলোচনায় বসল। সাম্য বলল, আমি অতিশয় দুঃখিত তোমাদের সকলের কাছে। বাবা হিসেবে আমার যা করণীয় ছিলো তা আমি করতে পারিনি। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আর অঙ্কিতা তোমার জন্যেও আমি কিছু করতে পারলাম না। এই বলে সাম্য কাঁদতে লাগলো। অঙ্কিতা একইভাবে সকলের কাছে ক্ষমা চাইল। ছেলে-মেয়েরাও একে-একে সকলের কাছে ক্ষমা চাইল। একপর্যায়ে সাম্য বলল, আমরা আজকে আমাদের ঘরের সকল আসবাবপত্র বাইরে রেখে আসব যাদের প্রয়োজন তারা যেন সেগুলো নিয়ে যেতে পারে। তারপর ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে একসাথে হাতে হাত রেখে বসে থাকব আমাদের জীবনে কি ঘটে তা দেখার জন্য অঙ্কিতা ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাতে পারছে না। বিশেষ করে ছোট মেয়ে কথার মুখটিতে যে কষ্টের ছায়া তা তাকে ভীষণ পীড়া দেয়। তবে এই মুখটিতেই যে স্বর্গীয় আভা দেখতে পায়। পরিবারের কষ্ট ও অন্যের কাছ থেকে অবহেলার করণে জীবনের স্বাদ হারিয়ে ফেলে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিলেও ছেলে মেয়েদের সুন্দর মুখগুলো দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। অঙ্কিতা তার স্বামী সাম্যকে বলে, আমাদের প্রচুর কষ্টের মধ্যে সুখ বলতে এই সন্তানই। কিন্তু কি দূর্ভাগ্য, এদেরকে আমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোও মেটাতে পারলাম না। তবে যাহোক, চলো আমরা যেমনিভাবে হাত ধরে রয়েছি তেমনিভাবে হাত ধরে একসাথে প্রার্থনা করি। আমরা মানুষের কাছ থেকে অবহেলা পেলেও ঐশ্বরের কাছ থেকে তা পাবো না। তিনি আমাদের কথা শুনবেন। কথামনি তুমি শুরু করো। প্রভুর প্রার্থনা বলো...। কথা ক্ষীণকণ্ঠে শুরু করে প্রার্থনা। সকলে তাতে শরীক হয়। অধিকতর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর তাদের কথা শুনবেন। প্রার্থনা করতে করতে এক সময় তারা সকলে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙ্গে রনি ভিক্ষুকের ডাকাডাকিতে। ওর ডাকাডাকিতে সাম্য-অঙ্কিতা একসাথেই বেরিয়ে আসে। রনি বলে, অ সাম্য দা, বাইরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছো কেনো? শুকাতে দিয়েছো বুঝি! অ বৌদি, একটু চা খাওয়াবে? অঙ্গিতা ইতস্তত করে বলে, ভাইরে ঘরে চিনি, চা-পাতা কিছু নেই, খাবার মতো কিছু নেই। মানুষের উদাসীনতা ও অবহেলা পেতে-পেতে আমরা মরার পথে। তাই ঘরের সবকিছু বাইরে রেখে অপেক্ষা করছি ঈশ্বর কি করেন তা দেখতে। রনি তাই তোমাকে চা খাওয়াতে পারলাম না মাফ করো। রনি বললো, চিন্তা করোনা বৌদি, আমি ব্যবস্থা করছি। সেই বলা, অমনি সে ছুটে যায়। তার ময়লা ছেঁড়া জামার পকেট থেকে ময়লা টাকাগুলো বের করে তা দিয়ে চা, চিনি ও দুধ কিনে নিয়ে আসে। অঙ্কিতা খুশি হয়। পরিবারের সবাই মিলে একসাথে চা খায় খুব মজা করে। রনি বলে, দাদা-বৌদি, জীবনে দুঃখ কষ্ট থাকে, থাকবে। আমি গরীব ভিখেরী, আমার কত কষ্ট। কত মানুষ আমাকে বাজে কথা বলে। কেউ কেউ মারধোর করে। আবার কেউ কেউ আমাকে দয়া করে খাবার দেয়। তোমরাও তো আমাকে কতবার খেতে দিয়েছো। আমাকে ভাই বলে ডাকো। এটাই তো বড় পাওয়া। তাই আমি আর হতাশ হই না। মানুষ ও ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখি আর নিজে ঘুরাঘুরি করি ও মানুষের টুকটাক কাজ করি। তারা আমাকে কখনো কখনো ১০/২০ টাকা দেয় আমি তা জমিয়ে রেখেছি। বৌদি এই টাকাগুলো রাখো, কাজে লাগাও। ঈশ্বরের বিশ্বাস রাখো। যিনি মুখ দিয়েছেন তিনিই আহার জোগাবেন। অঙ্কিতার চোখে জল এসে যায় রনির কথায়। তারা অনুভব করে যে, হতাশ হয়ে জীবন নাশের চেষ্টা করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই না। ঈশ্বরের কত দয়া। এমন সংকটকালে রণিকে তিনি পাঠিয়েছেন তাদের সাহায্যের জন্য। সবাই তারা রণির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ, আসুন আমরা আর্তমানবতার সেবায় নিজেদেরকে উজাড় করে দিই। দু'টাকা, পাঁচটাকা, দশটাকা যে যতই দিতে পারি তাতেই হয়তোবা অনেকের জীবন রক্ষা পাবে। অনেক অনেক সাম্য, অঙ্কিতা, জীবন, সংগ্রাম ও কথা বেঁচে যাবে॥ ❑

ঠাকুরমার উপদেশ

মাস্টার সুবল

আমার স্নেহের ছোট্ট ভাইবোনেরা, আমার উপর আমার ঠাকুরমার কিছু উপদেশ তোমাদের বলে শোনাচ্ছি। অনেকে নিজের দোষ প্রকাশে বা স্বীকারে ভীষণ লজ্জাবোধ করেন। আমি আমার যেকোনো দোষ প্রকাশে বা স্বীকারে অন্তরে ভীষণ আরামবোধ করি। অন্যের দেয়া অপমান আর যন্ত্রণা, আমার অন্তরে আরামে গ্রহণ করার ক্ষমতা আমার উপর ঈশ্বরের করুণার এক মহাদান। এই দানে আমি অতি মহিমান্বিত প্রভু যিশুখ্রিস্টেরই নামে।

আমি যখন ছোট, আমার ঠাকুরমা তখন বিধবা। আমাদের পরিবার দরিদ্র থাকায়, ঠাকুরমা কলিকাতা শহরে শিশু পালনে আয়াকাজ করে সংসার চালান। তিনি ছুটিতে বাড়ি আসলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় রোজারিমালা প্রার্থনা করতেন। সে সময়ে আমাদের পরিবারে মায়ের কাছে একটি মাত্র রোজারিমালা ছিল। আমি প্রার্থনার সময় পায়ের আঙ্গুল গুনে প্রার্থনা করছিলাম। প্রার্থনার সময় আমার ঠাকুরমা আমার এ কাণ্ডটা লক্ষ্য করেছিলেন। প্রার্থনা শেষে ঠাকুরমা আমাকে বলেন, আমি দেখেছি তুই পায়ের আঙ্গুল ধরে প্রার্থনার হিসাব করছিলি। আমি ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঠাকু, পায়ের আঙ্গুল গুনে প্রার্থনা করলে দোষ কি? ঠাকুরমা আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, শোন তাহলে, কেউ যদি তোকে হাতের পরিবর্তে তোর শরীরে তার পা ঘষে তোকে আদর করে তাহলে কি হবে? এবার বল দেখি শুনি? আমি বললাম, অপমানজনক কাজ হবে। ঠাকু বললেন, উত্তম কথাটাই বললি ভাই। পায়ের আঙ্গুলে প্রার্থনার হিসাব করলেও তেমন মা-মারীয়াকে অপমান করা হবে, বুঝলি এবার? বললাম, হ্যাঁ ঠাকু, এবার বুঝলাম।

ছোট্ট ভাইবোনেরা, তোমাদের কাছে আমার অন্তরের কথা, আমরা যদি না বুঝে কোন ভুল করি, তাতে তেমন কোন অপরাধ নেই। কিন্তু ভুল বোঝার পর, ভুল যদি পরিত্যাগ না করি তাহলে গুরুতর অপরাধ হয়। আমার ঠাকুরমার উপদেশ শোনার পর থেকে আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র প্রার্থনাই নয়, অন্য যে কোন বস্তুর হিসাবও পায়ের আঙ্গুল গুনে রাখি না। তোমরাও তাই করবে, বুঝলে? ঈশ্বর আমাদের সবাইকে করোনা ভাইরাস মুক্ত রাখুন, অবিশ্বাসীদের মন বিশ্বাসে ভরপুর করে তুলুন, এই প্রার্থনা করি আমাদের ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্টেরই নামে-আমেন॥ ❑

এলিস মেরী পিউরীফিকেশন

ধূলো জমেছে

ব্রাদার নির্মল গমেজ

পড়ার টেবিলের এক কোণে স্কুলের
ব্যাগে ধূলো জমেছে
স্কুলের আর অফিসের জুতোয় আর ঐ
রাস্তায় ধূলো জমেছে
অফিস আর স্কুলের চেয়ার টেবিল আর
বেঞ্চেও তাই হলো
দালানে ধূলো, বারান্দায় ধূলো, মাঠে-
ঘাটে এসব কি হলো?

পার্ক আর চায়ের দোকানের বেঞ্চে,
পার্লার-সেলুনের চেয়ারেও
রেস্তোরায় টেবিলে, হোটেলের
ব্যালকনি আর বারের গ্লাসেও
দেখ, ঘুষখোড়ের ড্রয়ারে, চাঁদাবাজের
পকেটে, বখাটের রোডে
টেন্ডারবাজের ফাইলে, তদ্বীরকারীর
কম্পিউটারের কিবোর্ডে।

শেয়ার বাজারে, ক্যাসিনোতে, বারে,
টাকার বান্ডেলেও বাকী নেই
পতিতাপল্লীতেও ধূলো, ফুর্তিবাজরা ঘরে
ফিরেছে, হবার কথা সেই
ছিনতাইকারীর চাকুতে, কসাই ডাক্তার,
উকিল-মাস্টারের চেম্বারে
ধুলোয় একাকার ঐ আসন এম পি-
ডিসি-ওসি, চেয়ারম্যান-মেম্বারে

ওদের গাড়ীর সিটে, গ্লাসে, কাভারে,
এমনকি চাকায়ও ধুলো
হাসপাতালে ধুলো, থার্মোমিটারে,
সেলাইসের প্যাকেটে ধূলো
আসনে, বাসনে, কোশনে, মন্ত্রণালয়ে
এমনকি সংসদেও তাই
কলমে, কাগজে, পোষ্টারে, ব্যানারে,
বিলবোর্ডে সেখানেও ভাই

জাহাজে, বিমানে, পাইলট আর
বিমানবালার পোশাকে ও প্যানেলে
হলিউড, বলিউড, ঢালিউড, হাজারো
তারকা টেলিভিশন চ্যানেলে
অস্ত্রের ডগায়, সীমানার কাঁটাতারে,
পরিচয় পত্রের কভারেও ধূলো
বৈধ বা অবৈধ অভিবাসনের ফাইলে,
পাসপোর্টের কভারেও ধূলো।

এত ধূলো কোথায় ছিলো, এলোনা কেন
আগে, ঢেকে দিলোনা কেন এ জগত
আগেই থেমে যেতো মানুষ অমানুষ,
সত্যের পথে করে ভ্রমণ খুঁজতো ভগবত্
আরো ধূলো জমো, পাপের উপর
আবরণ টানো, অবশেষে সবারে তুমি ক্ষমো
এসো আরো ধূলো, মানুষ থামুক,
বিবেক জাগুক, এই আকুতি হতে অন্তর মম॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

বাণীপাঠক ও বেদীসেবকের সেবা-দায়িত্ব নারীদের জন্যও উন্মুক্ত

- পোপ ফ্রান্সিস

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

গত সোমবার (১১/০১) ঘোষণায় প্রকাশ করা হয়, এখন থেকে নারীদের বাণীপাঠক ও বেদীসেবকের সেবা-দায়িত্ব স্থিতিশীল ও প্রাতিষ্ঠানকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। নারীরা উপাসনায় বাণীপাঠ এবং বেদীর সেবাকাজ করবে এটি নতুন কোন ধারণা নয়। পৃথিবীর অনেক দেশের বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীতে বিশপদের অনুমতিক্রমে ইতোমধ্যেই নারীরা এ কাজ করছে। যাহোক, এখনও পর্যন্ত তা সত্যিকার ও যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক আদেশ ছাড়াই সংগঠিত হয়ে আসছিল। তবে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সাধু পোপ ৬ষ্ঠ পল যখন তথাকথিত 'ছোট পদ-দায়িত্ব/মাইনর অর্ডার' বিলুপ্ত করেন তথাপি বাণীপাঠ ও বেদীর সেবাকাজে তিনি পুরুষদের ব্যাপৃত থাকার সিদ্ধান্ত দেন এ বিবেচনা করে যে, পরবর্তীতে পুণ্য পদাভিষেকের জন্য তারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে। তবে সর্বশেষ বিশপ সিনড থেকে যে ধারণার উদ্ভব ঘটেছে তা নিয়ে পোপ ফ্রান্সিস নারীদের বেদী ও বাণীর সেবার কাজে উপস্থিত থাকাটিকে আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিকতা দান করতে চেয়েছেন।

দীক্ষায় অংশীদারিত্ব : পোপ মহোদয় প্রৈরিতিক আদেশ বলে, মাণ্ডলিক আইন কোষের ২৩০ নং ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের কিছুটা পরিবর্তন করেন; যার মধ্যদিয়ে উপাসনায় নারীদের বাণীপাঠক ও বেদীসেবকের বিষয়টি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। পোপ মহোদয় জানান, বিগত কয়েকটি বিশপ সিনড থেকে উদ্ভূত পরামর্শগুলোকে স্বাগত জানিয়েছেন, যা বিগত কয়েক বছরে ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে বিকশিত হয়েছে যার সাধারণ ভিত্তি হলো দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তে প্রাপ্ত রাজকীয় যাজকত্ব। তবে দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তে প্রাপ্ত খ্রিস্টভক্তদের দায়িত্ব ও পুণ্য পদাভিষেককে অভিষিক্তদের দায়িত্বের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে বুঝতে সকলকে আহ্বান করেন। নারী-পুরুষ একই দীক্ষাস্নানে অংশগ্রহণ করে। আর দীক্ষার সেই পুণ্য ফলে খ্রিস্টভক্তগণ (নারী-পুরুষ) বাণীপাঠক ও বেদীর সেবকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। পূর্ববর্তী ২৩০ নং ধারায় যা শুধুমাত্র পুরুষদের (lay men) উল্লেখ ছিল যা পোপ ফ্রান্সিস পরিবর্তন করে করেছেন (Lay persons)।

পোপ ফ্রান্সিস প্রৈরিতিক এই আদেশটির সাথে বিশ্বাসীয় মতবাদ সংক্রান্ত পরিষদের প্রিফেক্ট কার্ডিনাল লুইস লাদারিয়ার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন যেখানে তিনি আদেশ পত্রটির ঐশতাত্ত্বিক প্রেরণাগুলোর কথা তুলে ধরেন। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা নবায়নের কথা যেমনি তুলে ধরেছে তেমনিভাবে বর্তমান সময়ে মণ্ডলীতে সকল দীক্ষিত ব্যক্তির সহ-দায়িত্বের বিষয়টি নতুনভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিশেষভাবে খ্রিস্টভক্তদের প্রেরণ দায়িত্বের ক্ষেত্রে। প্যান-আমাজন অঞ্চলের বিশপদের সিনডের পরে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, পুরুষ ও নারীদের নিয়েই খ্রিস্টমণ্ডলী, তাদেরকে একত্রীকরণ করে প্রেরণকাজের ধরণের ব্যপ্তি ঘটাতে হবে এবং সর্বোপরি দীক্ষার মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা আনয়ন করতে হবে।

খ্রিস্টভক্তগণ ও মঙ্গলসমাচার প্রচার : কার্ডিনাল লাদারিয়ার কাছে পত্রে পোপ ফ্রান্সিস সাধু পোপ ২য় জন পলের কথা তুলে ধরে বলেন, মণ্ডলীতে নারীদের জন্য অভিষিক্ত যাজকত্বের কোন ফ্যাকাল্টি নেই। তবে যে সেবাদায়িত্বে অভিষিক্ত হওয়া আবশ্যক নয় সেসকল দায়িত্বে নারীরা থাকতে পারে এবং তা যৌক্তিক। নারী-পুরুষ উভয়কেই বাণীপাঠক ও বেদীসেবক এর দায়িত্ব দান তাদেরকে তাদের দীক্ষার যাজকত্ব বিষয়ে আরো বেশি সচেতন করে তুলবে এবং মণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণকর্মে নারী-পুরুষের মূল্যবান অবদানের মতই উপাসনার ক্রিয়াদির মধ্যদিয়ে সকলের অংশগ্রহণ আরো স্পষ্ট হবে। নারীদের বাণীপাঠক ও বেদীসেবকের দায়িত্ব প্রদান স্থানীয় বিশপের আদেশের একটি অংশ যা স্থায়িত্ব ও জনগণের স্বীকৃতি পায়। যার মধ্যদিয়ে মঙ্গলসমাচার প্রচারে প্রত্যেক মানুষের অংশগ্রহণ বাড়বে ও ফলপ্রসূতা আসবে। বাণীপাঠক ও বেদীসেবকের সেবাদায়িত্ব আসলে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু অভিষিক্ত যাজকদের জন্যই বাণীপাঠক ও বেদীসেবকের কাজ নয় দীক্ষিত যাজকেরাও এ কাজ করবেন। এভাবেই সকলের যাজকত্বের অনুশীলন হবে।

বর্তমান সংকট উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একতা ও ভ্রাতৃত্ব

গত ১০ জানুয়ারি চ্যানেল-৫ এর সাথে সাক্ষাৎকারে পোপ ফ্রান্সিস পুনরায় ব্যক্ত করেন যে, 'কোন সংকটের পরে আমরা কখনোই আবার পূর্বের মতো থাকতে পারি না। আমরা হয় আগের থেকে উন্নত হবো নতুবা আরো খারাপ হবো'। একজন অবশ্যই সবকিছুকে পর্যালোচনা করবে। জীবনের মহামূল্যবান মূল্যবোধগুলোকে নিজ জীবনে প্রতিটি মুহূর্তেই অনুশীলন করে জীবন-যাপন করবে। ক্ষুধার্ত শিশু থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধাক্রান্ত মানব গোষ্ঠীর করুণ কাহিনীর কথা বলে বর্তমান পৃথিবীর নাটকীয় ঘটনার সিরিজগুলোও তুলে ধরেন পোপ মহোদয়। এ সংক্রান্ত জাতিসংঘের পরিসংখ্যান আরো ভীতিকর বলে উল্লেখ করে তিনি সকলকে সচেতন করেন এ বলে যে, এগুলো না দেখে আমরা যদি বেরিয়ে আসি তাহলে তা হবে আমাদের পরাজয়।

টীকা-একটি নৈতিক কাজ: চ্যানেল -৫ এর সাংবাদিক ফাবিও মারখেজে করোনাভাইরাসের টীকা প্রসঙ্গে পোপ মহোদয়কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে নৈতিকভাবেই প্রত্যেকের টীকা গ্রহণ করা উচিত। টীকা গ্রহণ কোন পছন্দ নয়, এটি একটি নৈতিক কর্ম; কেননা আপনি আপনার স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে লড়ছেন এবং আপনি আরো অনেকের জীবন নিয়ে লড়ছেন। পোপ জানান যে, আর মাত্র কিছু দিন পরে ভাতিকানে টীকাদান কার্যক্রম শুরু হবে। আর নিজের জন্যও টীকা বুকড করে রেখেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ডাক্তারগণ যদি ভ্যাকসিনকে নিরাপদ বলে স্বীকৃতি দেন এবং বিশেষ কোন বিপদের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে অবশ্যই টীকা গ্রহণ করতে হবে। টীকা গ্রহণের অস্বীকৃতির মধ্যে নিজেকে শেষ করার একটা প্রবণতা রয়েছে। এখনই সময় 'আমাকে' নিয়ে ভাবনা বাদ দিয়ে 'আমাদেরকে' নিয়ে ভাবার। আমরা সকলে একসাথে নিরাপদে থাকবো নতুবা কেউ-ই নিরাপদ নই।

ভ্রাতৃত্ব বনাম উদাসীনতা: ভ্রাতৃত্ব বিষয়টি পোপ মহোদয়ের প্রিয় একটি বিষয় যা নিয়ে তিনি প্রায়শই কথা বলেন। তার মতে, অন্যের কাছে যাওয়া, তাদের পরিস্থিতি ও সমস্যার সাথে একাত্ম হওয়া এবং নিজেকে মানুষের কাছের মানুষ করা একটি ভীষণ চ্যালেঞ্জ। ঘনিষ্ঠতার শত্রু হলো উদাসীনতার সংস্কৃতি। কিছু মানুষ সবকিছুতে উদ্বেগহীন বিষয়টিকে ভাল বলে মনে রাখে; আসলে উদ্বেগহীন (care-less) মনোভাবটি মোটেই ভাল নয়। উদাসীনতার সংস্কৃতি ধ্বংস করে কারণ তা আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। তাই পোপ মহোদয় পরামর্শ দিয়ে বলেন আমাদের মধ্যে একতা রাখতে হবে সামাজিক টেনশন থেকে মুক্ত থাকতে। আমি'র পরিবর্তে আমাদের গুরুত্ব বাড়াতে হবে দ্রুত।

বিজয় দিবসে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান

স্বপন রোজারিও ▌ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, তেজগাঁও গির্জায় স্বাধীনতার গৌবরময় ৪৯ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বিশেষ প্রার্থনা ও আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তেজগাঁও ধর্মপল্লী, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজিত এই প্রার্থনা অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বি গমেজ। প্রার্থনানুষ্ঠানে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও যাঁরা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, তাদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করা হয়। একই সাথে দেশমাতৃকার সেবার জন্য শপথ বাক্য পাঠ করা হয়।

আলোচনানুষ্ঠানে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ও শহীদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, 'এই দেশকে গড়ে তুলতে হলে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। '৭২-এর সংবিধানের মধ্যদিয়ে আমরা এক অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ পেয়েছি। সেই ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য এখনো অনেক সংগ্রাম ও লড়াই করতে হচ্ছে।' বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া বলেন, 'আমরা খুব গর্বিত যে আমাদের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো রাজাকার নাই। এ দেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নমূলক কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন তেজগাঁও পালকীয় পরিষদের বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আলোচনানুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার আন্তনী রিপন ডি'রোজারিও॥

বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে "বাণী পাঠক" সেবা দায়িত্ব প্রদান অনুষ্ঠান

স্যান্ডি এডুয়ার্ড ডায়েস ▌ গত ৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব দিবসে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দর্শনশাস্ত্র ২য় বর্ষের ১৩ জন সেমিনারীয়ানকে বাণী পাঠকের সেবা দায়িত্ব প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভে আর্চবিশপকে সকলের পক্ষে শুভেচ্ছা জানান সেমিনারীর পরিচালক ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। আর্চবিশপ তাঁর উপদেশে বলেন, বাণী সেবক অভিষেকের কোন পদ নয়, তবুও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি সেবা দায়িত্ব। বাণী খুবই শক্তিশালী। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর 'মঙ্গলসমাচারের আনন্দ' প্রৈরিতিক পত্রেও এই কথা বলেন। বাণী পাঠক সেবা দায়িত্ব লাভের মধ্যদিয়ে আমরা যাজক হওয়ার পথে একধাপ সামনে এগিয়ে যাই। তিনি বলেন, "তোমরা সেবার জন্য আনন্দচিত্তে সাড়া দান করেছ যেন নিজেদেরকে আরো বেশি নিয়োজিত রাখতে পার। প্রভুর বাণী পাঠ ক'রে ও তা ধ্যান করে প্রথমে তা আত্মস্থ করতে হবে এবং পরে প্রচার করতে হবে"। প্রবক্তা জেরেমিয়া ও এজিকিয়েলের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, "তাঁরা বাণী খেয়ে ফেলেছিলেন, যার অর্থ তাঁরা বাণীকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করেছিলেন। আমাদেরও বাণীর সাথে একাত্ম হতে হয়"। বিশপ মহোদয় কার্ল রানার এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন 'They are possessed by the Word of God'। আচার্য সাধু আথানাসিউস বলেন, মণ্ডলীর ২টি বেদী একটি হলো বাণী বেদী আর একটি হলো য? বেদী। আমাদের বাণীকে নিজ জীবনে ধারণ করতে হবে এবং বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই বাণী প্রচার করতে হবে এবং অন্যদের আলোকিত করতে হবে।

বাণী পাঠক সেবা দায়িত্ব গ্রহণকারী ভাইয়েরা হলেন, **দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের** - আলবার্ট টুডু, **বরিশাল ধর্মপ্রদেশের** - অঞ্জন ফ্রান্সিস সিকদার, রোমান মারচেল্লো বাড়ৈ ও টমাস রনি গোমেজ, **ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের** - অপূর্ব আব্রাহাম ঘাঘরা, **রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের** - হৃদয় মাইকেল পিউরিফিকেশন, মিঠুন সামুয়েল গমেজ ও পল পলাশ সরেন, **সিলেট ধর্মপ্রদেশের** - খোকন ফ্রান্সিস নায়েক ও ম্যাক্সিমিলিয়ান সালমান রাবন, **ঢাকা মহা ধর্মপ্রদেশের** - লিয়ন লরেন্স ক্রুজ, **চট্টগ্রাম মহা ধর্মপ্রদেশের** - স্যান্ডি এডুয়ার্ড ডায়েস ও সাধুমণি ফ্রান্সিস ত্রিপুরা।

খ্রিস্টযাগের পর বাণী পাঠক সেবা দায়িত্ব গ্রহণকারী ভাইদেরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং পরবর্তীতে আর্চবিশপ মহোদয়কে ফুল, গান ও ক্ষুদ্র উপহারের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা, স্বাগতম ও ধন্যবাদ জানানো হয়। উল্লেখ্য আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে এটিই ছিল তাঁর প্রথম আগমন॥

বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের সাধারণ সভা ও নির্বাচন

মালা রিবেরু ▮ গত ৪ ডিসেম্বর ৩৭জন সদস্যদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের ৪১তম সাধারণ সভা ও ২১তম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের সম্মানিত সভাপতি এ্যাগনেস হালদার, প্রধান অতিথি

ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার কমল কোড়াইয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, ডাঃ এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, অধ্যাপক মেবেল ডি'রোজারিও, সহ-সভাপতি বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ড। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু এবং ফাদার কমল কোড়াইয়া অনুষ্ঠানের। শুরুতে স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন সভাপতি এ্যাগনেস হালদার, এরপর অন্যান্য অতিথির বক্তব্য রাখেন। ৪১তম সাধারন সভা ও বক্তব্য পর্ব শেষে, ২১তম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রধান কমিশনার হিসেবে ছিলেন ফাদার কমল কোড়াইয়া, সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু ও ডাঃ এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও দায়িত্ব পালন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন লিউনী লিপিকা রোজারিও, সাধারন সম্পাদক বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ড ।

নির্বাচনে সিলেকশনের মাধ্যমে নির্বাচিত নতুন নির্বাহী কমিটির সদস্যরা হয়েছেন: সভাপতি : এ্যাগনেস হালদার, সহসভাপতি : প্রফেসর মেবেল ডি রোজারিও, সাধারণ সম্পাদক : রাফায়েল বিশ্বাস, সহ সাধারণ সম্পাদক : লিউনী লিপিকা রোজারিও, কোষাধ্যক্ষ : স্বপ্না রায়, সহকোষাধ্যক্ষ : মালা রিবেরু, সদস্য ক. লিউ গমেজ খ. নুপূর রিবেরু গ.গরেটি পালমা ঘ. রুনু রোজারিও; এরপর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ডাঃ এডুর্ওয়াড পল্লব রোজারিও এর বক্তব্য মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল এনিমেটর কর্মশালা-২০২০খ্রিস্টবর্ষ

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ▮ "এসো প্রকৃতির যত্ন করি"-এই মূলসুরের আলোকে বিগত ১১ ডিসেম্বর,২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ৯ টায় সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল, রমনায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল এনিমেটরদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতির যত্ন করার কৌশল এনিমেটরদের সাথে সহভাগিতা করেন। পরিচয়পর্বের পর মূলভাবের উপর প্রজেক্টরের মাধ্যমে চমৎকার উপস্থাপনা করেন ফাদার কল্লোল রোজারিও। এরপর দলীয় কাজের সুবিধার্থে এনিমেটরদের ৪টি দলে বিভক্ত করা হয়। দলীয় কাজে মূলভাবের উপর এনিমেটরদের এসএমআরএ-এর পরিচালনায় এনিমেটদের জন্য অঞ্চলভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একই সাথে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যেক এনিমেটরকে কুমারী মারীয়ার কোলে যিশুর ছবি উপহার

রেজিস্ট্রেশন ও সকালের নাস্তা গ্রহণ শেষ হলে শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়ার শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে বিশপ মহোদয় শিশুদের গঠনদানের জন্য এনিমেটরদের উৎসাহিত করেন । এনিমেটরদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, নিজ জীবনের মূল্যবোধ ও সৌন্দর্য নিয়ে যেন শিশুদের কাছে যাই ও তাদের জীবন গঠন করি। আমাদের সুআদর্শ দিয়ে যেন শিশুদের জীবন সুসজ্জিত ও আলোকিত করি।" একইসাথে সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব সৃষ্টি কয়েকটি বাস্তব পদক্ষেপ নিতে বলা হয়। দলীয় কাজের প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর সিস্টার মারীয়া দাস, সিআইসি, জাতীয় পিএমএস -এর কার্যাবলী খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। বিশেষভাবে তিনি "শান্তির বারতায়" বাইবেল কুইজের উত্তর শিশুদের দিয়ে লিখাতে ও বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য এনিমেটরদের উৎসাহিত করেন। একই সাথে সিস্টার ঝুমা নাফাক, এসএসএমআই তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বিশেষ কারণে ফাদার রোদন হাদিমা (জাতীয় পরিচালক) অনুপস্থিত ছিলেন। এরপর কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা, হিসেবে দেয়া হয়। এরপর শ্রদ্ধেয় ফাদার তুষার জেবিয়ার কস্তা কর্মশালার প্রেরণবাণী এনিমেটরদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন। প্রেরণ বাণীটি হলো "এসো প্রকৃতির যত্ন করি, সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করি।" পরিশেষে কমিশনের পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়ার-এর আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্য দিয়ে সারাদিন ব্যাপি কর্মশালার শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এনিমেটরগণ প্রেরণবাণী হৃদয়ে ধারণ করে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নের অঙ্গিকার ও চেতনা নিয়ে উল্লসিত মনে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যান। কর্মশালায় ফাদার, সিস্টার ও ডিকনসহ অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা ছিল ৮৫জন॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীর সংবাদ
ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি ▮

প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান এবং প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন

বিগত ০৪ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন করা হয় এবং একই দিনে ৬০জন ছেলে-মেয়েকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। এ বিশেষ দিনকে ঘিরে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হিসেবে খ্রিস্টভক্তগণ নয়দিনের নভেনা প্রার্থনা করেন। পর্বদিনের মহাখ্রিস্টযাগের উপদেশে ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে যেন তারাও খ্রিস্টের সেবাকর্মী হতে চায় এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনায় জীবন-যাপন করে। খ্রিস্টযাগের শেষে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের উপহার দেওয়া হয়। অতপর পাল-পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো রোজারিও সিএসসি সকলের সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ব্লকভিত্তিক উপহার প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে, আশীর্বাদিত বিস্কুট সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়॥

পালকীয় ও আগমনকালীন সেমিনার অনুষ্ঠিত

বিগত ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে পালকীয় ও আগমনকালীন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন প্রথম খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সহকারী পুরোহিত ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পালক পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি। দ্বিতীয় মিশার পর প্রতিটি ব্লক থেকে ১০জন করে প্রতিনিধিগণ সেমিনারে যোগদান করেন। প্রথমে উদ্বোধনী প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু হয়। অতপর বক্তা ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি 'আমরা হলাম দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক' মূলভাবের উপর পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে উপস্থাপনা রাখেন। তিনি বলেন, 'ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পর মানুষকে সেগুলো দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের স্বার্থপরতার কারণে সৃষ্টি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি অসচেতনা ও বেখেয়ালীপনার কারণে সুন্দর কৃষ্টি-সংস্কৃতিও হারিয়ে যাচ্ছে। তাই সৃষ্টি ও কৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ এবং যত্ন নেওয়ার যে দায়িত্ব ঈশ্বর মানুষ তথা আমাদের দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে পালন করা আমাদের প্রত্যেকেরই অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।" উপস্থাপনার পর সকলে ব্লকভিত্তিক দলীয় আলোচনায় অংশ নেয়। অতপর দলীয় রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টিং শেষে সকলে গ্রামভিত্তিক ও দলীয় ঘরোয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শেষে পুরস্কার বিতরণী ও মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে এ সেমিনার সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, এ বিশেষ সেমিনারে ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে সেবাদানরত এসএমআরএ সিস্টারগণ এবং কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন॥

কারিতাস সমতা প্রকল্পের পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা ▮ কারিতাস সিলেট আঞ্চলিক অফিসের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়ন কেন্দ্র (ডিসিসিডি) সমতা প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে শায়েস্তাগঞ্জের সুদিয়াখোলা কাথলিক মিশনে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়ন

কেন্দ্রে কারিতাস সমতা প্রকল্পের "পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা" সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়।

পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভায় কেন্দ্রের বাক ও শ্রবণ, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু, শিশুদের অভিভাবক, কর্মীবৃন্দ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সর্বজনীন

প্রার্থনার মাধ্যমে সভা শুরু হয়। এরপর একে-একে সবাই নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বনিফ-াস খংলা, কর্মসূচি কর্মকর্তা, কারিতাস সিলেট অঞ্চল। সমতা প্রকল্পের অর্জন বিষয়ে আলোচনা করেন লুটমন এডমন্ড পড়ুনা, জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা, এসডিডিবি প্রকল্প, কারিতাস সিলেট অঞ্চল। এরপর অভিভাবকগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন মো: আবু তাহের এবং জগবন্ধু সূত্রধর। সমতা প্রকল্প থেকে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করেন যোয়াকিম গমেজ, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস সিলেট অঞ্চল। অতপর মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভার সমাপ্তি ঘটে॥

চট্টগ্রাম চন্দনাশে কারিতাস কর্তৃক বিশ্ব এইডস্ দিবস উদ্‌যাপন ২০২০

ভিনসেন্ট ত্রিপুরা ▮ গত ০২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে সাতবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ চন্দনাইশ উপজেলাস্থ "GLOBAL SOLIDARITY, SHSRE RESPONSIBILTY" এর অর্থাৎ "সারা বিশ্বের ঐক্য, এইডস প্রতিরোধে সবাই নিব দায়িত্ব" মূলভাব আলোকে প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প আয়োজনে বিশ্ব এইডস্ দিবস ২০২০ খ্রিস্টাব্দ উদ্‌যাপন করা হয়। সাতবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে রাস্তা একবার প্রদক্ষীণ করে র‍্যালী শেষ হয়। র‍্যালীর পর মো: ইমরান হাসান, লিডার, আরিফশাহ পাড়া কিশোর দল এর সার্বজনীন প্রার্থনার মাধ্যমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান শুরু হয়। আলোচনার সভার পরে র‍্যালী হয় এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন, সুপন চৌধুরী, সভাপতি, সাতবাড়িয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমিটি এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ জমির উদ্দিন, প্যানেল চেয়ারম্যান এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের সাথে কারিতাসের ভিনসেন্ট ত্রিপুরা ও জসিন্তা দাশ, সহকারী মাঠ কর্মকর্তা, প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প, ইউপি সদস্য খদিজা বেগম উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ৪০জন পুরুষ, ৪০জন মহিলা এবং সর্বমোট ৮০ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মিসেস জসিন্তা দাশ, সহকারী মাঠ কর্মকর্তা, কারিতাস চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম॥

গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা ▮ গত ০৪ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব অত্যন্ত ভাবগাম্ভির্যপূর্ণভাবে ও মহাআড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরিহিত্য করেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ। এছাড়াও ১৫জন যাজক, ডিকন, ব্রাদার, ১৭জন সিস্টার ও বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে ভরপুর ছিল গোল্লা ধর্মপল্লী। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ অত্যন্ত সুন্দর স্মৃতিকথা, বিশপীয় অধিষ্ঠান এবং সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক তুলে ধরেন। প্রতিপালকের জীবনাদর্শ, কাজ, প্রচার জীবন যেন গোল্লাবাসী ও খ্রিস্টানুসারীদের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠে এই বিষয়গুলো তিনি খ্রিস্টভক্তদের জীবনে প্রত্যাশা করেন। অধিষ্ঠানের পর পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ যেহেতু প্রথমবারের ন্যায় নিজ ধর্মপল্লীতে আসেন তাই উনাকে ইছামতী নদীর ঘাট থেকে বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে বরণ করে নেয়া হয়। গির্জার প্রধান প্রবেশ তোরণে পা ধোয়ানো, চন্দন তিলক এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে স্বাগতম ও অভিনন্দিত করা হয়। খ্রিস্টযাগের পরপরই পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপকে ফুলেল সংবর্ধনা জানানো হয়॥

খুলনা ধর্মপ্রদেশের সংবাদ
নিকোলাস বিশ্বাস ▮

ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের এসো দেখে যাও প্রোগ্রাম

গত ৩০ নভেম্বর-৪ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে খুলনা ধর্মপ্রদেশের সেন্ট ফ্রান্সিস

জেভিয়ার মাইনর সেমিনারীতে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক সংঘের 'এসো দেখে যাও' প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে খুলনা ধর্মপ্রদেশের ১০টি ধর্মপল্লী থেকে মোট ১৯ জন অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্রোগ্রামে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মার্টিন মণ্ডল, ফাদার রনি লাজার মণ্ডল, আলফ্রেড রণজিৎ মণ্ডল পর্যায়ক্রমে সেমিনারীর গঠন, আধ্যাত্মিকতা ও আহ্বান সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। অংশগ্রহণকারীদের সার্বিক ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেন বর্তমান সেমিনারীয়ানগণ॥

প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন

গত ৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে খুলনা ধর্মপ্রদেশের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার মাইনর সেমিনারীতে মহাসমারোহে সেমিনারীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন করা হয়। গত ২৪ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর পর্যন্ত নভেনা প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। ৩ ডিসেম্বর বিকালে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মার্টিন মণ্ডল। সন্ধ্যায় সেমিনারীয়ানদের পরিচালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় ও দেয়ালিকার মোড়ক উন্মোচন করেন সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মার্টিন মণ্ডল ও নব অভিষিক্ত যাজকগণ। পর্বীয় অনুষ্ঠানে খুলনা ধর্মপ্রদেশের অধিকাংশ পুরোহিতগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত পর্বদিনে খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী ও ভিকার জেনারেল ফাদার যাকোব বিশ্বাস এর সুস্থতার জন বিশেষ প্রার্থনা করা হয়॥

রাঙ্গামাটি ধর্মপল্লীতে এইচআইভি বিষয়ক সেমিনার ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ভিনসেন্ট ত্রিপুরা ▌ গত ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি প্যারিসে, সাধু যোসেফ গির্জাসভাকক্ষে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের ছেলেয়েদের যত্ন ও সেবাদান প্রকল্প সামাজিক ও ধর্মীয় নেতানেত্রীদের নিয়ে একদিনব্যাপী সেমিনার করে। সিস্টার দীপা ক্রুশ আরএনডিএম-এর সর্বজনীন প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু হয়। উক্ত সর্বমোট ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে সহায়তা করেন বেনেডিক্ট মুরমু, ভিনসেন্ট ত্রিপুরা ও জসিন্তা দাস। স্বাগতিক বক্তব্য প্রদান ও সেমিনার শুভ উদ্বোধন করেন ফাদার জেরম রোজারিও, পাল-পুরোহিত, রাঙ্গামাটি প্যারিস, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। উক্ত সেমিনারে এইচআইভি/এইডস কি ও রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ, এর প্রভাব/ভয়াবহতা, করণীয় বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়। পরিশেষে, পাল-পুরোহিত, ফাদার জেরম রোজারিও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

হাসনাবাদে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা-২০২০ খ্রিস্টাব্দ

হিউবার্ট নির্মল গমেজ ▌ গত ৩০ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে, বান্দুরায় কারিতাস এসডিডিবি প্রকল্পের আয়োজনে "আমি জ্বালিয়ে রেখেছি আশার প্রদীপ" এই প্রতিবাদ্য নিয়ে দুই দিনব্যাপী প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তীর্থযাত্রায় ৩৩জন প্রতিবন্ধী ভাই-বোন, ১৮ জন প্রবীণ ব্যক্তিসহ মোট ৭৫জন অংশগ্রহণ করেন। হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্টানিসলাউস গমেজ উক্ত তীর্থযাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়াও উক্ত তীর্থযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ফাদার শিশির কোড়াইয়া ও কিছু সংখ্যক সিস্টারগণ এবং প্রকল্পের এনিমেটরগণ। দুই দিনব্যাপী তীর্থযাত্রার অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে ছিলো : পবিত্র ক্রুশের আরাধনা, পবিত্র খ্রিস্টযাগ, অভিভাবকদের সহভাগিতা, রোজারিমালা প্রার্থনা-পাপস্বীকার, ও প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের অংশগ্রহণে খেলাধুলা ও বিচিত্রা অনুষ্ঠান॥

জাফলং ধর্মপল্লীর বর্ল্লা পুঞ্জিতে সাধু আন্দ্রিয়ের পর্ব উদ্‌যাপন

মেলকম খংলা ▌ গত ৬ ডিসেম্বর, জাফলং ধর্মপল্লীর উপধর্মপল্লী বর্ল্লাতে সাধু আন্দ্রিয়ের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হয়। এতে ১ জন ফাদার ও ১২০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ১০:৩০ মিনিটে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। এরপর সাধু আন্দ্রিয়ের প্রতিকৃতিতে ধূপারতি ও মাল্যদান করা হয়। খ্রিস্টযাগে ফাদার তার উপদেশে বলেন, সাধু আন্দ্রিয় যিশুর প্রেরিত শিষ্য ছিলেন। যিশু নিজে তাকে আহ্বান করেন। তিনি মাছ ধরা থেকে মানুষ ধরা জেলে হয়ে উঠেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় বাণীপ্রচার করেন। যিশু আমাদেরও সাধু আন্দ্রিয়ের ন্যায় তার শিষ্য হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। তাছাড়া, আমরা যেন আমাদের কথা, কাজ ও জীবনাচারণের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের সাক্ষ্য প্রদান করতে পারি। খ্রিস্টযাগ শেষে বর্ল্লা পুঞ্জির সেক্রেটারী সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানানোর মধ্যদিয়ে পর্বীয় অনুষ্ঠান দুপুর ১২টায় সমাপ্ত হয়॥

সিলেট ধর্মপ্রদেশে সেমিনারীয়ানদের ‘এসো দেখে যাও প্রোগ্রাম’

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা ▌ গত ১০-১১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সিলেট ধর্মপ্রদেশের সাধু যোহনের সেমিনারী, গিয়াসনগর, শ্রীমঙ্গলে অনুষ্ঠিত হল সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের “এসো দেখে যাও প্রোগ্রাম”। এতে সিলেটের ৭টি ধর্মপল্লী থেকে ২০ জন ছাত্র যোগদান করে। সন্ধ্যা ৫:৩০ মিনিটে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ডিকন বিপ্লব কুজুরের পরিচালনায় সেমিনারীয়ানগণ প্রার্থনা পরিচালনা করেন। এরপর ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, সিলেট ধর্মপ্রদেশের ডেলিগেট শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। সেই সাথে ‘এসো দেখে যাও’ প্রোগ্রামের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর থাকে পরিচয় পর্ব। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সেমিনারী জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য, মণ্ডলীতে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকের প্রয়োজনীয়তা, হোস্টেল জীবন এবং সেমিনারী জীবনের মধ্যে পার্থক্যসমূহ সহভাগিতা করেন। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া যাজকীয় জীবনের সেবাকাজের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। ডিকন বিপ্লব কুজুর তার আহ্বান জীবন সহভাগিতা করেন। এরপর রাতের প্রার্থনার পর ছিল প্রার্থীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। দুপুর ১:৩০ মিনিটে সময় দুপুরের খাবার এবং ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

লক্ষ্মীপুর ধর্মপল্লীর মেরিনা চা বাগানে পরিবার বিষয়ক সেমিনার

সিস্টার জয়া রোজারিও সিএসসি ▌ সিলেট ধর্মপ্রদেশের পরিবার ও ভক্তজনগণ কমিশনের সহযোগিতায় “বড়দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ও বিশ্বাসের যাত্রায় খ্রিস্টীয় পরিবার” এই মূলসুরের আলোকে গত ১৩ ডিসেম্বর, লক্ষ্মীপুর ধর্মপল্লীর অধীনে মেরিনা চা বাগানে অর্ধদিনব্যাপী এক সেমিনারের অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন পরিবার ও ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি আগমনকালীন প্রস্তুতি এবং বিশ্বাসের যাত্রায় আমরা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি সে বিষয়ে সহভাগিতা করেন। পরে আহ্বায়ক সবাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য শুভেচ্ছা জানান। এরপর ‘বড়দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি”র ওপর সহভাগিতায় সিস্টার জয়া রোজারিও সিএসসি বলেন- ‘গোটা জীবনটাই হল আধ্যাত্মিকতা। এই আগমনকালে মাতামণ্ডলী আমাদের জন্য ৪টি সপ্তাহ

দিয়েছেন। এই চারটি সপ্তাহ আমাদের চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে আহ্বান করে। বিশ্বাস, আশা, আনন্দ ও ভালবাসা।' এরপর লক্ষ্মীপুর ধর্মপল্লীর পক্ষে সহভাগিতা করেন ডাঃ পিটার রুরাম। তিনি 'চা বাগানের পারিবারিক জীবন' সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা "বিশ্বাসের যাত্রায় খ্রিস্টীয় পরিবার" এর উপর সহভাগিতা করেন। খেজুলা রুরাম যুবারা কিভাবে মণ্ডলীতে, পরিবারে, সমাজে অবদান রাখতে পারে এবং তাদের করণীয় কি সেই বিষয়ে সুন্দর দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপরে ছিল উন্মুক্ত আলোচনা। পরিবার ও ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের বিষয়ক আহ্বায়ক ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুপুর ১:৩০মিনিটে এই সেমিনারের সমাপ্তি টানে॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা

যোশুয়া খংস্লিং ■ 'খ্রিস্টই হলেন আমাদের হৃদয়ের রাজা' এই মূলসুরের আলোকে গত ২২ নভেম্বর, রবিবার, ২০২০ খ্রিস্টবর্ষ সাধু প্যাট্রিকের গির্জা, জাফলং, গোয়াইঘাট, সিলেট' এ খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ২ টায় এই খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা শুরু হয়। গির্জা থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে সবাই মায়ের গ্রোটোর সামনের বেদীতে খ্রিস্টরাজাকে আরাধনা করে। পরে মাঠ প্রদক্ষিণ করে সবাই গির্জা ঘরে প্রবেশ করে। খ্রিস্টপ্রসাদের উপর খাসিয়া ভাষায় সহভাগিতা করেন বিপ্লব লামিন এবং ওয়েলকাম লম্বা। বিপ্লব লামিন তার সহভাগিতার মধ্যে বলেন- খ্রিস্ট কেন আমাদের অন্তরের রাজা? কেন আমরা তাঁকে পূজা ও আরাধনা করব? বাইবেলের আলোকে তিনি অনেক সুন্দর সহভাগিতা করেন যা সবাইকে স্পর্শ অনুপ্রাণিত করেছে খ্রিস্টের প্রতি তাদের ভালবাসা, ভক্তি আরও বৃদ্ধি করতে। ওয়েরকাম লম্বা তিনি সহভাগিতা করেন কিভাবে খ্রিস্ট ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিত্রাণ এনেছেন। তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য হিসেবে তাঁর দেহ ও রক্ত আমাদের জন্য দান করেছেন। তিনিই হলেন জীবনময় রুটি। বাহ্যিক রুটি আমরা গ্রহণ করি দৈহিক শক্তির জন্য। আধ্যাত্মিক রুটি যিশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি আমাদের আধ্যাত্মিক পুষ্টির জন্য। আমাদের প্রতি তার ভালবাসা অপরিসীম। তার সহভাগিতার মধ্য দিয়ে সবাই আধ্যাত্মিক খাদ্য লাভ করেছে এবং যিশুর প্রতি তাদের ভালবাসাকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছে। জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতও খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি আমরা কিভাবে আরও বিশ্বাস জাগাতে পারি তা বাস্তব ঘটনার আলোকে সুন্দর সহভাগিতা করেন। জাফলং ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত সবাইকে সাহায্য সহ-যোগিতার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। সবার প্রচেষ্টায় এই খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা সন্ধ্যা ৫:৩০ মিনিটে সমাপ্ত হয়॥

উৎসবমুখর পরিবেশে সকল সদস্যের অংশগ্রহণে ঢাকা ক্রেডিটের বার্ষিক সাধারণ অনুষ্ঠিত

সুমন কোড়াইয়া ■ গত ৮ জানুয়ারি সকল সদস্যের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)-এর ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ফার্মগেট বটমলী হোম বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে।

অনুষ্ঠিত এই বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ-১ আসনের সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং এমপি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মো: আমিনুল ইসলাম, ঢাকা বিভাগীয় সমবায় যুগ্মনিবন্ধক এসএম তারিকুজ্জামান, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ওয়াইএমসিএস্ অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের নির্বাহী সদস্য রেমন্ড আরেং, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি:-এর চেয়ারম্যান আগস্টিন পিউরীফিকেশন।

বার্ষিক সাধারণ সভা সঞ্চালনা করেন ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া। সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয়, সমবায়ী ও সমিতির পতাকা উত্তোলন করে বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হয়।

ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ঢাকা ক্রেডিট দারিদ্র ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে কাজ করে যাচ্ছে। এই সমিতি ১৬টি সঞ্চয়ী প্রডাক্ট, ৩৩টি সেবাপ্রকল্পসহ মোট ৮২টি প্রডাক্ট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এই মহাকর্মযজ্ঞের মাধ্যমে হাজার হাজার সদস্যের জীবনমানের দৃশ্যমান পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। উন্নয়নের এই সুফল শুধুমাত্র সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতিমধ্যে তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আজ সাধারণ সদস্যদের নিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভা করতে পেরে আমরা আনন্দিত।' তিনি ঢাকা ক্রেডিটের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সামনে এগিয়ে নিতে যারা সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানান।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মো: আমিনুল ইসলাম ঢাকা ক্রেডিটের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'ঢাকা ক্রেডিট একটি মডেল। আমি যেখানেই যাই সেখানেই ঢাকা ক্রেডিটের কথা বলি। নারী ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে ঢাকা ক্রেডিট।

ময়মনসিংহ-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং এমপি উল্লেখ করেন যে, ঢাকা ক্রেডিট খ্রিস্টান সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক কাজ করে যাচ্ছে। শুধু সামাজিকভাবে নয়, ঢাকা ক্রেডিট যেন দেশ ও জনগণের কল্যাণে সকলের পাশে থাকতে পারে তিনি এই আশাব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও অনুষ্ঠানে বলেন, 'সমবায়ে যাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে, তাঁদের নেতৃত্বে আনতে হবে। কিছু মানুষ না বুঝে সমালোচনা করে, তাদের বুঝাতে হবে।'

তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সুব্রত বি গমেজ বলেন, 'ঢাকা ক্রেডিট আমাদের ধর্মপল্লীতে অবস্থিত এবং এই ধর্মপল্লীর মানুষ ঢাকা ক্রেডিটের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছেন, আমাদের ধর্মপল্লীও উপকৃত হচ্ছে। আমি ঢাকা ক্রেডিটের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই।'

অতিথিদের বক্তব্য পর্বের পরে ছিলো সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম। এ সময় সমিতির সাধারণ সদস্যরা ঢাকা ক্রেডিটের নির্মিয়মাণ ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতালের উদ্যোগকে আন্তরিক সমর্থন করেন।

শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা ক্রেডিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস। তিনি বার্ষিক সাধারণ সভা সফল করার জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানান॥

১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ

সময়ের ধারাবাহিকতায় বছর ঘুরে এলো বেদনা বিধূর ১৩ জানুয়ারি, যেদিন তুমি এ জগৎ সংসারের মোহ-মায়া ত্যাগ করে স্বর্গীয় পিতার কোলে স্থান করে নিয়েছ। এই দিনটিতে আমরা শ্রদ্ধাভরে ও শোকার্ত চিত্তে তোমাকে স্মরণ করি। প্রতি মুহূর্তে, প্রতিক্ষণে তোমার শূন্যতা আমাদের ভীষণ কষ্ট দেয়। তোমার সরলতা, নিরলস সমাজসেবা ধর্মময়তার স্মৃতিগুলো আমাদের আজও কাঁদায়। তবে এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে তুমি পরম পিতার ভালবাসার আশ্রয়ে আছো। স্বর্গধামে থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমার দেখানো আদর্শ পথে আমরা চলতে পারি। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

প্রয়াত ডানিয়েল কোড়াইয়া
জন্ম : ৩১-০৩-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৩-০১-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

শোকাহত পরিবার

মল্লিকা কোড়াইয়া
ছেলে-ছেলে বৌ: শুভ্র - শিউলি, নোয়েল - মৌ, যোয়েল - মিতা
নাতি-নাতনী: সৌম্য, সৌগত, রূপকথা, রংধনু, মুগ্ধ ও মহার্ঘ
৩৪ নং পূর্ব তেজতুরী বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা - ১২

বিপ্র/০৫/২১

৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

বাপ্পি ও বাপ্পি, দেখতে দেখতে কেটে গেল আটটি। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ সেই না ফেরার দেশে। আর তোমাকে ডাকতে পারবো না বাপ্পি বাপ্পি বলে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তুমি জীবিতকালে তোমার সৎকর্মগুণে রয়েছ প্রভুর সেই আনন্দ আশ্রমে স্বর্গধামে। আজ এই বড়দিন উৎসবে ও তোমার অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমাকে আমরা হৃদয়ভরে স্মরণ করি। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা অপরের সেবায় মিলেমিশে এক হয়ে শান্তিতে ও তোমার আদর্শে চলতে পারি। পরম করুণাময় প্রভুর নিকট তোমার জন্য প্রার্থনা করি তিনি যেন সর্বদা তোমাকে তাঁর পাশে স্থান দেন।

প্রয়াত ক্লেমেন্ট রোজারিও
জন্ম : ০২-১১-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪-০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
উত্তর গোসাইপুর, সুইহারী দিনাজপুর

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : দ্বীপালী রোজারিও
ছেলে ও মেয়ে : চন্দন, প্রিন্স, ক্লিন্টন ও ঊর্মী রোজারিও
ছেলে বৌ : নিপা গমেজ ও প্রিয়াংকা দাস
ভাতিজা ও ভাতিজা বউ : নির্মল ও প্রমা রোজারিও
নাতি ও নাতনী : অপূর্ব, অর্পা, অর্ণ ও স্কারলেট, স্কাইলার রোজারিও
পিসি : সিস্টার আসন্তা রোজারিও
ভাস্তি : সিস্টার সীমা রোজারিও
ও সকল আত্মীয়স্বজন।

বিপ্র/০৪/২১

মা তোমাকে প্রণাম

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে

বেনাদী মার্থা কস্তা
জন্ম : ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
রত্নগর্ভা ঘোষণা : ১৬ মে, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
চড়াখোলা, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

মা, তুমি আমাদের তোমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অকৃত্রিমভাবে ভালবেসেছ। তুমি যদি হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিতে তবে আমরা তোমার বিয়োগ ব্যথা সহ্যই করতে পারতাম না। পরম করুণাময় ঈশ্বরও তোমাকে অনেক ভালবাসেন। তাই এ পৃথিবীর সবকিছু গুছিয়ে তুমি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পেরেছ। পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মা তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমি ছিলে প্রখর বুদ্ধিমতী। দারিদ্র্যের কারণে তুমি খুব বেশী লেখাপড়া করতে পারনি। তবু তোমার ছোট বেলার ছড়া, কবিতা, নীতিকথা, গল্প তোমার ছিল মুখস্থ। তুমি কতবার যে সেগুলো আমাদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছ, তার হিসেব রাখে কে? তুমি মা আমাদের যা শিখিয়েছো তা আমাদের স্মৃতিতে অমূল্য মুক্তা হয়েই থাকবে।

তোমার ব্রেইনস্ট্রোকের কারণে শেষ ক'মাস তুমি গুছিয়ে শুধু কথা বলতে পারতে না। আর সবইতো ঠিকই ছিল। আমাদের তুমি চিনতে পারতে; প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারতে; তোমাকে কে দেখতে এলো, কে এলো না- তাও তুমি বলতে পারতে মা। তোমার এ সুন্দর পবিত্র জীবনের জন্যে পরম পিতাকে ধন্যবাদ। মা তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমিতো ছিলে রত্নগর্ভা। ১৬ মে, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে তোমাকে রত্নগর্ভা হিসেবে জাতীয়ভাবে সম্মান প্রদান করা হয়েছে। তুমি তোমার গর্ভে ধারণ করেছ ৯ জন সন্তান। তাদের মধ্যে ২ জন অনেক আগেই স্বর্গবাসী হয়েছে। তুমি কিন্তু মা লালন করেছ ১৫ জন সন্তান। আমাদেরতো অনেকে চিনতেই পারে না, কে আমরা আপন ভাই-বোন, কে আমাদের কাকাতো ভাইবোন। তোমার সেবর সন্তান বলেতো কেউ ছিল না। সকলেই তোমাকে মা বলেই ডাকতো। এমন কি তোমার নাতি-নাতনীরাও তোমাকে মা বলেই ডাকতো। তোমার একমাত্র সেবর, ইউজিন কোড়াইয়া ও তার স্ত্রী শিশিলিয়াকে তুমি মায়ের মত যত্ন নিয়ে সেবা করে অনেক আগেই চির বিদায় দিয়েছ। **মা,** আমরা কতইনা সৌভাগ্যবান। মা তোমার জীবনের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমাকে মা প্রণাম।

মা, তুমি ছিলে প্রার্থনার মানুষ। তোমার ব্রেইনস্ট্রোকের পর তুমি অনেক সময় আমাদের দেখতে পারতে না। সান্ত্বিয়ে কথা বলতে পারতে না। তুমি কিন্তু প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র, প্রণাম মারীয়া, প্রভুর প্রার্থনাসহ মালার প্রার্থনা অনর্গল বলতে থাকতে। তুমি সারাদিন সারারাত শুধু প্রার্থনাই করেছ। **মা,** আমরা জানি এ প্রার্থনা শুধু তোমার পেটেধরা সন্তানদের জন্যেই নয়; এ প্রার্থনা তোমার রেখে যাওয়া পৃথিবীর সকল সন্তানদের জন্যেই তুমি করেছ। **মা,** তুমি আমাদের আদর্শ। তুমি আমাদের জন্যে স্বর্গস্থ পিতারই ভালবাসার শ্রেষ্ঠ উপহার। পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মা তোমাকে লক্ষ কোটি প্রণাম।

মা, তুমিতো ছিলে আমাদের আধ্যাত্মিক পরিচালিকা। তুমি কোনদিন এ ছেলের কথা অন্য ছেলেকে, এ মেয়ের কথা অন্য মেয়েকে বা এ বৌয়ের কথা অন্য বৌকে বলনি। তুমি সব কিছুই গোপন রেখেছ। যার জন্যে যতটুকু দরকার ততোটুকু কথাই তুমি বলতে। সত্য ও ন্যায্য কথা আবার বলতে এতটুকুও পিছু পা হওনি। সঠিক দিকনির্দেশনা দানেও তোমার কণ্ঠস্বর ছিল দৃঢ় ও সঠিক।

সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের কাছ থেকে রত্নগর্ভা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন

তুমি আমাদের কণ্ঠস্বর শুনেই বলে দিতে পারতে আমরা কে কেমন আছি। তোমার অনুভূতিতেই আমাদের সুস্থতা-অসুস্থতা তুমি অনুভব করতে পারতে। এখন আমাদের জীবনে তোমার শূন্যতা তুমি স্বর্গে থেকে পূরণ করো মা। আমরাতো জানি তুমি স্বর্গস্থ পিতার কোলেই আশ্রয় পেয়েছ। স্বর্গস্থ পিতাকে ধন্যবাদ। তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমিতো ছিলে স্বর্গস্থ মায়ের মতই দয়ালু। তুমি প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে নিজে খেয়ে না খেয়ে আমাদের বড় করেছ। তুমি দিন-রাত পরিশ্রম করেছ। আমাদের কাজ করতে শিখিয়েছ। জান মা, আমরা এখন তোমার শেখানো কাজগুলো আমাদের পরম সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে বেশ ভালই আছি। যেমন যখন যেখানে দরকার ঠিক সেভাবেই আমরা কাজ করতে পারি। তোমার কাছ থেকে কোন মানুষতো শূন্য হাতে ফিরে যায়নি। প্রয়োজনে তুমি না খেয়ে থেকেছ, অন্যের পালি খেয়েছ তবুও তুমি অভাবীদের পাশে দাঁড়িয়েছ। সাহায্য করেছ। তুমি আমাদের দীন-দরিদ্রকে সেবা করতে শিখিয়েছ। কানা নগরে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেলে মা মারীয়া যিশুকে যেমন বলেছিলেন, 'ওদের দ্রাক্ষারস নেই' ঠিক তেমনই মা তুমি সমস্যাগ্রস্ত, অভাবীদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলতে, 'ওদের প্রয়োজনে তোমরা সাহায্য কর।' তোমাকে আমাদের মা করে এ পৃথিবীতে পাঠানোর জন্যে স্বর্গস্থ পিতাকে ধন্যবাদ। তোমাকে প্রণাম, মা তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমিতো সব সময় পুণ্যপিতা পোপ, কার্ডিনাল, বিশপ, ফাদার-সিস্টার-ব্রাদারদের জন্যে প্রার্থনা করতে। তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে তোমার ছিল আকুল আবেদন। তোমার সেবর প্রয়াত ফাদার উর্বান, ফাদার মনোহর, তোমার দুই ছেলে ফাদার কমল, ফাদার মিল্টন ও তোমার নাতি ফাদার শিশির ডমিনিক আজ ধর্মযাজক। তোমার নাতনি সিস্টার সুবর্ণা। তোমার বড় জাইয়ের তিন মেয়ে সিস্টার। কোড়াইয়া বাড়ীর ভাগিনা-ভাগিনী আরও কতজনইতো ফাদার-সিস্টার। **মা,** তোমাকে চির বিদায় জানাতে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, বিশপ বিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, তোমার কত যাজক সন্তান এসেছিলেন। মা তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে গীর্জাঘর ভর্তি সিস্টার, তোমার প্রিয় প্রতিবেশী-আত্মীয়-পরিজন উপস্থিত ছিলেন। এমন ভাগ্য ক'জনেরই হয় মা। তুমি ভাগ্যবতী। তোমার আশীর্বাদিত পবিত্র জীবনের জন্যে পরম পিতাকে ধন্যবাদ। তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমিতো আমাদের অনেক ভালবাসতে। আমাদের স্নেহ-যত্ন করতে। তুমিতো এখন রয়েছো স্বর্গস্থ পিতার চির শান্তির আশ্রয়ে। যেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। আমরাতো তোমার সুখ-শান্তিই দেখতে চেয়েছি। তা'হলে কেন বোকার মত তোমাকে পার্থিব স্বার্থপর এ পৃথিবীর মায়ামোহে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। তুমিতো আমাদের এমন শিক্ষা দাওনি। মা তোমাকে চির বিদায়। আবারও দেখা হবে পরম পিতার রাজ্যে পরকালে।

মার্থা-মারীয়ার ভাইয়ের মৃত্যুতে যিশু যেমন তাদের বাড়িতে এসেছিলেন সান্ত্বনা দিতে, ঠিক তেমনই মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, বিশপ বিয়োটনিয়াস গমেজ ও অনেক ফাদার-সিস্টার-ব্রাদার ও আত্মীয়-পরিজন এসেছিলেন আমাদের সান্ত্বনা দিতে। আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা। আমাদের মায়ের জীবনের জন্যে পরম পিতাকে প্রশংসা-ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানাই।

মা তোমাকে প্রণাম। বিদায়।

সন্তানেরা : ষ্টিফেন-সুষমা কোড়াইয়া, হিরু-নার্গিস, ফাদার কমল, শ্যামল-পূর্ণিমা, ফিলিপ-রুনা, আশা-লেনার্ড, প্রভাতী-শংকর প্রভাত-প্রমিলা, শিল্পী-সুশান্ত, ফাদার মিল্টন, এপিফ্যানী-রিমা

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 01
Regd. No. DA-34
❖ 17 - 23 January, 2021, ৩ - ৯ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহঃ

১ জানুয়ারি	ঈশ্বর জননীর কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তি দিবস	১১ জুন	মহাপর্ব, পবিত্র যিশুর হৃদয়
৩ জানুয়ারি	প্রভু যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব	২৪ জুন	দীক্ষাগুরু যোহনের পর্ব
১০ জানুয়ারি	প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান পর্ব	৪ আগস্ট	সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক
১৬-২৫ জানুয়ারি	খ্রিস্টিয় ঐক্য সপ্তাহ	৬ আগস্ট	প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর
২ ফেব্রুয়ারি	প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস	১৫ আগস্ট	কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
১১ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব রোগী দিবস, লুর্দের রাণী মারীয়ার পর্ব	২ সেপ্টেম্বর	আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যু বার্ষিকী
১৭ ফেব্রুয়ারি	ভস্ম বুধবার	৫ সেপ্টেম্বর	কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
১৪ মার্চ	কারিতাস রবিবার	৮ সেপ্টেম্বর	কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৮ মার্চ	আর্চবিশপ মাইকেল'র মৃত্যু বার্ষিকী	১৪ সেপ্টেম্বর	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
১৯ মার্চ	সাধু যোসেফের মহাপর্ব	২৭ সেপ্টেম্বর	সাধু ভিনসেন্ট দি পল, স্মরণ দিবস
২৫ মার্চ	দূতসংবাদ মহাপর্ব	২৯ সেপ্টেম্বর	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েলের পর্ব
২৮ মার্চ	তালপত্র রবিবার	১ অক্টোবর	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
১ এপ্রিল	পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস	২ অক্টোবর	রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস
২ এপ্রিল	পুণ্য শুক্রবার	৪ অক্টোবর	আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিস
৩ এপ্রিল	পুণ্য শনিবার	৭ অক্টোবর	জপমালা রাণীর স্মরণ দিবস
৪ এপ্রিল	পুনরুত্থান রবিবার	২৪ অক্টোবর	বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
১১ এপ্রিল	ঐশ করুনার পর্ব	১ নভেম্বর	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২৫ এপ্রিল	আহ্বান দিবস	২ নভেম্বর	পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
১ মে	মে দিবস, শ্রমিক সাধু যোসেফ	২১ নভেম্বর	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
১৩ মে	ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস	২৮ নভেম্বর	আগমনকালের ১ম রবিবার
১৬ মে	প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব, বিশ্ব যোগাযোগ দিবস	৬ ডিসেম্বর	বাইবেল দিবস
২৩ মে	পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব	৮ ডিসেম্বর	অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব
৩০ মে	পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব	২৫ ডিসেম্বর	শুভ বড়দিন
৬ জুন	প্রভুর পুণ্য দেহ ও রক্তের মহাপর্ব	২৬ ডিসেম্বর	পবিত্র পরিবারের পব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের দিবসসমূহঃ

১৪ ফেব্রুয়ারি	পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস	৩ জুলাই	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (জুলাই মাসের ১ম শনিবার)
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস		
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস	১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
১৭ মার্চ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন	২১ জুলাই	ঈদ-উল-আযহা
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস	১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস	১ আগস্ট	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস (আগস্ট মাসের ১ম রবিবার)
২৬ মার্চ	স্বাধীনতা দিবস	৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস	১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৪ এপ্রিল	বাংলা নববর্ষ	১৫ আগস্ট	জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
২২ এপ্রিল	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস	৩০ আগস্ট	জন্মাষ্টমী
২৩ এপ্রিল	বিশ্ব বই দিবস	৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
১ মে	আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস	১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৩ মে	বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস	৪ অক্টোবর	বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার)
৭ মে	রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন	৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৯ মে	মা দিবস (মে মাসের ২য় রোববার)	১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১২ মে	আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস	১৫ অক্টোবর	বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
১৩ মে	ঈদ-উল-ফিতর	১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৫ মে	আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস	১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস
২৫ মে	কাজী নজরুলের জন্মদিন	২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস
২৯ মে	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস	১৪ নভেম্বর	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস	১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস্ দিবস
২০ জুন	বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস	৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
২০ জুন	বাবা দিবস	৯ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
২৬ জুন	মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস	১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

বিঃদ্রঃ নির্দিষ্ট দিবসের ১৫ দিন পূর্বে আপনার লেখাটি আমাদের কাছে পৌছাতে হবে। কেননা, "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"- তে বিশেষ দিবসটির সংখ্যা এক সপ্তাহ পূর্বে ছাপা হয়।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org